আকাশ-গঙ্গা

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

মূল্য—এক টাকা

সূচী ঃ—

আকাশ-গঙ্গা

শ্রীঅমীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

মূল্য—এক টাকা

প্রকাশক—

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইছাপুর-নবাবগঞ্জ পোঃ (২৪ পরগণা)

প্রাপ্তিস্থান—

প্রকাশকের ঠিকানায়—

অথবা

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

PRINTED BY K. LAHIRI.

AT THE BRITANNIA PRINTING WORKS

1, Bibi Rozio Lane, Bowbazar,

CALCUTTA.

* *
*

এই কবিতাগুলি ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিকপত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ গল্পলেখক বন্ধুবর কৃষ্ণপদ দাস মহাশয়ের যত্ন ও উদ্যোগেই এই মুদ্রণ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইল। কবি শ্রীকৃষ্ণধন দে, সুলেখক ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান কানাইলাল সাহা ও তরুণ সাহিত্য-সেবী শ্রীমান ভবানী মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। এই সব বন্ধুদের আন্তরিক সহানুভূতি না পাইলে এত দূরে থাকিয়া এই পুস্তক ছাপান আমার পক্ষে সম্ভব হইত না।

নানা অসুবিধা বশতঃ মুদ্রণকার্য্যে অনেক ত্রুটী রহিয়া গেল। যদি ভবিষ্যতে সুযোগ হয় সংশোধনের ব্যবস্থা করা যাইবে।

রায়সিনা
(নিউ দিল্লী)

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

শ্রীসুশীল কুমার রায়

করকমলেষু—

বন্ধু !

মৃত্যু মানুষকে সুন্দরতর করে, তাই আজও তোমার নামের আগে "শ্রী" দিলাম।

তুমি বই ছাপাতে বলেছিলে। আজ তা' হয়েছে, গ্রহণ করো।

মৃত্যুর অদৃশ্য হস্ত তোমার ও আমাদের মধ্যে তার ঘনকৃষ্ণ যবনিকা ফেলে দিয়েছে। অত্যাগ-সহন বন্ধু ! অদৃশ্যতার অন্তরালে বসে আজও কি তুমি আমাদের ভাবচ ? তোমার সাহিত্য-সাধনা দেশকে কতটুকু কি দিয়েছে সে নির্ণয়ের ভার আমরা মহাকালের হাতে সমর্পণ কল্লাম—কেননা মহাকালই শ্রেষ্ঠ বিচারক। এই বিদায়ক্ষণে আজ শুধু মনে হচ্চে মানুষকে ভাল-বাসবার শক্তি কি অজস্র তোমায় বিধাতা দিয়েছিলেন ! কিন্তু হায়, সে সন্ধান আজ ক'জন জানে !

ইতি—

তোমার বন্ধু

সূচী ঃ—

প্রথম স্তবক

অস্ফুট

সে নহে আকাশ গলা
নীল জলধি,
সে যে মরু প্রান্তরে
শুকান নদী,
সে যে গো লুকান প্রীতি,
সুদুর স্বপন স্মৃতি,
আদরের ফুল মালা
নিশা অবধি।

সে যে গো ঊষার খেলা
প্রভাত কূলে,
পরাগের রাঙা রাগ
বকুল মূলে,
প্রথম প্রণয় কথা,
প্রথম বিরহ ব্যথা,

প্রথম ফাগুন জাগা
নব মুকুলে।

দীনের হিয়ার খেদ
শুধু নিশ্বাসে,
ভক্তের ভগবান
শুধু বিশ্বাসে,
শবরীর প্রেম আশা,
মুকের নয়ন ভাষা,
অন্ধের রূপ তৃষা
মর্ম্ম বাসে।

সে যে গো মণির আলো
খনির মাঝে,
ঘুমপাড়ানীর গান
নিঝুম সাঁঝে,
উছল যমুনা কূলে,
জীবন কদম্ব মূলে,
শুধু নিমিষের দেখা
আধেক লাজে।

মন্দির দ্বারে

দেবতা! তোমার ভক্ত এসেছে, খোল মন্দির দ্বার;
আর কত দেরী? পুণ্য লগন এখনি ফুরাবে তার;
অর্ঘ্য থালায় ফুল চন্দন,
কণ্ঠে স্ফুরিছে গীতি বন্দন;
উৎসুক সুখে কম্পিত হিয়া, উজ্জ্বল আঁখি ভার;
দেবতা! তোমার ভক্ত এসেছে, খোল মন্দির দ্বার!

পূর্ণিমা চাঁদ ধরণীর সাথে মুখোমুখী আজ রাতে;
অশোক ফুটেছে, ধরেছে বকুল পথে পথে দুই হাতে;
উদ্বেল নীল সাগরের জল,
কল কল্লোলে নদী টলমল,
নিখিল ভুবন আজি উতরোল—চঞ্চল আপনাতে;
মাঠের বাতাসে বেজে উঠে গান বেণুবন বীথিকাতে!

দেবতা! তোমার ভক্ত এসেছে, খোল মন্দির দ্বার;
আর কত দেরী, শুভ মুহূর্ত্ত হয়ে যায় বুঝি পার!
শুকাইয়া আসে ফুল চন্দন,
হল না'ক বুঝি পূজা বন্দন;
ব্যর্থ কামনা, আশা, আয়োজন—নুয়ে পড়ে দেহভার;
দেবতা! তোমার ভক্ত এসেছে—খোল মন্দির দ্বার!

বৃন্দাবন

মনে নাহি পড়ে কবে কোন দিন
এসেছিনু দোঁহে নামি,
নয়ন মেলিয়া দেখিনু প্রথম
শুধু তুমি আর আমি !
সুমুখে যমুনা, ধারা কল কল,
উছলে দু'কূল ভরি ;
কূলে বটমূলে বাঁশরী ব্যাকুল,
গাহে রাধা নাম স্মরি ।
যশোদার স্নেহ, সুবলের প্রীতি,
গোপিকার প্রেমরাশি,
স্ফুট কদম্ব ভরা মালঞ্চে
আলো আর গান হাসি ।
রাস অভিসার বিরহ মিলন
ভরা প্রেম অঞ্জন,
নয়ন শ্রবণ পরিতর্পণ
মধুর বৃন্দাবন !

আরও কাছে এস, আর, কাছে বঁধু,
ওই শোন বাঁশী বাজে !
অধরে তাহার কত সুধা ধারা,
ভুলায় সকল কাজে ।

সেই এক কথা, আদি কাল হতে
কেঁদে গাহে উভরায়—
"যমুনার তটে বেলা পড়ে এল,
আয়, আয়, ত্বরা আয়!
শুক সারী গেছে ফিরিয়া কুলায়,
ধবলী গোষ্ঠে ছুটে,
মাঠের রাখাল আসিছে ফিরিয়া
জননীর বাহুপুটে!
পূর্ণিমা চাঁদ মল্লিকা ভাতি,
পুষ্পিত নিশীথিনী.
যমুনার তটে আয়, ফেলে আয়,
দিবসের বিকিকিনি।
আয় ব্রজবাসী, আয়, আয়, আয়!"—
ওই উঠে আলাপন,
জীবন মধুর প্রণয় মধুর,
মধুর বৃন্দাবন!

আরও কাছে এস, আরও কাছে বঁধু,
অধরে অধর চুমি,
তুমি আজ বধু আমি হয়ে গেছ,
আমি আজ বঁধু তুমি।
রসের সাগরে একটী বোঁটায়
আমরা কমল দু'টী

যুগ যুগ ধরি কত কাল কত
এমনি উঠেছি ফুটি!
চিন্তামণির মণির আলোকে
হেরেছি দোঁহার মুখ,
দোঁহার মাঝারে করি অনুভব
দু'কূলের যত সুখ!
কল্প কালের কল কল্লোলে
আমরা শুনেছি গান,
ডুবিয়া মরিয়া অমর হয়েছি,
হারায়ে পেয়েছি প্রাণ!
রাজার প্রাসাদ আমরা গড়েছি
আকাশে গাড়িয়া ভিত,
রবির কিরণে কুমুদ ফুটায়ে
করি রীত বিপরীত!
"মাটির যখন ছিল না জনম
তখন করেছি চাষ,
দিবস রজনী ছিল না যখন
তখন গণেছি মাস!"
তুমি আর আমি, আমি আর তুমি,
মধুভরা ত্রিভুবন;
জনমে জনমে তুমি বঁধু মোর
ভুবন বৃন্দাবন!

জয়দেব ও পদ্মাবতী

চেয়ে দেখ সখি, ওই উথলে সাগর
পৌর্ণমাসী রজনীর বাহুবন্ধে ধরা,
অর্ঘ্যদাম ধবলিত ফেন পুষ্পে ভরা
মাধব চরণ প্রান্তে ঢালে নিরন্তর।

কি হবে সন্ন্যাসে মিছা আপনা বঞ্চিয়া,
এস ফিরে পথ ছাড়ি কুটীর প্রাঙ্গণে,
কি হবে সংসার ত্যজি ঘুরি বনে বনে
এত প্রেম ভালবাসা চরণে দলিয়া!

কোথা মাধবের ক্রোধ যদি বাস ভাল
আমারে একান্তে তুমি—এত তাঁরি দান,
চিনাতে তাঁহারি পথ তাঁহারি সন্ধান
ধরণীর শ্যাম বক্ষে স্বরগের আলো!

তুমি ও আমি

ছিঁড়ে ফেল মণিহার যদি সে অন্তর
রচি দেয় দোঁহাকার নিবিড় মিলনে;

দেবের স্বরগভূমে যক্ষের ডম্বর
জীবন থাকিতে, প্রিয় ! সহিব কেমনে !

কবির কলঙ্ক শুধু সাজালে সোণায়
প্রভাতের ইন্দ্রধনু ; হাসি পায় মনে
মানুষের বুক ছাড়ি ব্যর্থ নিরাশায়
মুর্খ লোক ঘুরে মরে রত্ন অন্বেষণে !

শুধু তুমি, শুধু আমি ! তা'র পরি শেষ
নির্ম্মল মিলন স্বপ্নে কামনার দেশ !

পত্রলেখা

তোমারে ঘেরিয়া যে রাগিণী বাজে
ভাষা তা'র নাহি শুনি,
আসা যাওয়া তব কখন গোপনে
কেহ রাখে নাই গুনি,
নীরব প্রাণের একখানি ব্যথা,
অতি সকরুণ স্নিগ্ধ মমতা,
মনে হয় কোথা রাখিয়াছে যেন
স্বপনের জাল বুনি !

শুধু একদিন করিলে প্রবেশ
স্বপনের ছবি মত,
হিয়া দুরু দুরু চরণে জড়িমা,
দু'টি আঁখি লাজ নত ;
কোথা হ'তে এলে নাহি পড়ে মনে,
কি কথা কহিলে কবে, কার সনে !—
বিজয়ীর পায় তুমি উপহার,
দাসী চির সেবারত !

জানিনা'ক হায় কেমনে কেটেছে
জীবনের দিন গুলি,
কম্পিত বুকে কা'র ছবিখানি
এঁকেছ ধরিয়া তুলি ;
কা'রে মনে মনে সঁপেছিলে প্রাণ,
বিরলে কাহার গেয়েছিলে গান,
কদলীর ছায়া কুঞ্জ বিতানে
আপনার কথা ভুলি !

সারা পট ভরি আলোকোজ্জ্বল
মহাশ্বেতার ছবি

এক মনে শুধু গিয়াছে আঁকিয়া
আনমনা সেই কবি,
তুমি তা'র পাশে সন্ধ্যার তারা
ক্ষীণ আলো বুকে আপনায় হারা,
চির প্রাবৃটের দুর্দ্দিনে ঢাকা
তোমার গগন রবি।

পুঁথি শেষ হয়—ফুরাইয়া আসে
বিরাট রঙ্গ ভূমি ;
অবসান দিন—ঝ'রে পড়ে ফুল
ধরণীর ধূলি চুমি ;
শুধু মনে হয় কোথা সেই পুর,
কোথা সে কাহিনী মৌন মধুর,
কোথা আন্‌মনে গৃহ বাতায়নে
পথ চাহি আছ তুমি !

———

উৎকণ্ঠিতা

ও নয় গো তা'র পায়ের শব্দ,
ও বুঝি কে ডাক্‌চে সেই ও পাড়া,
কিম্বা বুঝি একটা ঝড়ো হাওয়া
দেজ্জাটাতে দিয়ে গেল নাড়া।

রাত যে হেথায় পড়ে এল,

ডুবে এল ত্রয়োদশীর চাঁদ,

নদীর পারে চকা চকীর ডাক

আস্‌চে থেমে—এ নয় মিথ্যাবাদ।

রইলি তবু সন্ধ্যা হতে বসি

অনিদ্রায় আর এমনি নিরালা,

দীপ যে রে তোর আস্‌চে নিভে,

শুকিয়ে আসে কণ্ঠে ফুলের মালা।

আজ্‌কে সে আর আস্‌বে না'ক,

তা'র কি কাজের আছে কোন ঠিক,

মরুভূমির অবাধ হাওয়ার মত

বেড়ায় সে যে উধাও দিগ্‌বিদিক্।

তুই কি ভাবিস্ এই বাসন্তীবাস,

কুঞ্জভবন, ফুলের মালার ফাঁসি,

এরই মাঝে পাবি তাহার দেখা,

এর মাঝেই সে ধরা দিবে আসি?

ওরে পাগল! এই ত নহে তা'র

একটি রূপ, সে কত রূপে থাকে;

আজকে ব্যর্থ, তবুও মনে রাখ

একদিন না একদিন পাবি তা'কে।

হয়ত সেদিন মত্ত রণাঙ্গনে

বজ্রনাদে বাজবে শত শাঁক,

লক্ষ হাতে খেলবে তরবারি

মৃত্যু দেবে রুদ্র ভীষণ ডাক।
হয়'ত সেদিন আঁধার হবে রাত,
আকাশ চিরে পড়্‌বে বজ্রাঘাত,
জলে স্থলে সমান হয়ে যাবে,
বনস্পতি হবে ভূতল পাত।
আস্‌বে সে সেই যুদ্ধদিনে,
আস্‌বে সে সেই দুর্য্যোগের নিশায় ;
আস্‌বে সে রে, আস্‌বে সে তা ঠিক,
তোরে ছেড়ে থাক্‌বে সে কোথায়।

প্রতীক্ষায়

যার জীবনের বেলা, ফুরাল মাধবী মেলা,
মল্লিকা বকুল পাঁতি পড়িছে ঝরিয়া,
বসন্ত বিদায় নিয়ে কবে কোন পথ দিয়ে
অশোক কিংশুক সাথে গিয়াছে চলিয়া।
নীরব নিকুঞ্জছায় ইন্দ্রধনু সুষমায়
নাহি সে মদির ক্লান্তি নাহি সে বিলাস ;
যৌবনের সারীশুক আজিকে নীরব মুখ
জীবন যমুনা ক্ষীণ নাহি সে উচ্ছ্বাস।
আজি এ কেমন বঁধু! অধরে নাহি সে মধু
জলদ কুন্তল জাল শুভ্র পরিণত,

তরল লাবণ্যরাশি নয়নে বিজলী হাসি
সে কণ্ঠ বীণার মত আজি কোথা গত!

আজি এই সন্ধ্যাশেষে শুধু মনে আসে ভেসে
সুদূর কাহিনী কত প্রণয়-স্বপন!
কত হাসি কত গান রূপ রস অভিমান
শরৎ-বসন্ত-লীলা, কুসুম-শয়ন।
গোপন অন্তরে ভরা এখনও রয়েছে ধরা
আমাদের জীবনের দূর বৃন্দাবন,
নিতি-নব অনুরাগ মিলন-মাধুর-দাগ
তমাল-কদম্ব-ছায়া শিখীর নর্ত্তন।
ফাল্গুনের হোলি খেলা, শ্রাবণে ঝুলন মেলা
বাঁধিয়া কুসুমডোর যমুনার বনে;
সে আকুল বাঁশীগান, ব্যাকুল বিধুর প্রাণ,
ঘুরে ঘুরে খুঁজে ফেরা আপনার মনে!
একে একে গত দিন জীবনের আলো ক্ষীণ
আসন্ন রজনী ঢালে গাঢ় অন্ধকার;
যৌবন গিয়াছে পাছে তবু তুমি বড় কাছে,
তবু আজ বঁধু তুমি একান্ত আমার।
এবে নাহি আয়োজন, হাসি-গান প্রয়োজন,
নাহি সে আবর্ত্ত, ভঙ্গ, নাহি সে উচ্ছ্বাস;
হবিস্তৃপ্ত যজ্ঞানল চাহে না ইন্ধনবল;

শেষ তার পূত শুদ্ধ সুরভি নিশ্বাস।
দু'টি হাতে হাতে ধরে মরণ-সাগর-তীরে
দাঁড়ায়ে রয়েছি আজ কার প্রতীক্ষায়,
সে বুঝি নূতন দেশে আবার নূতন বেশে
নূতন জীবনে দিবে বাঁধি ভুজনায়!

"গীত গোবিন্দ"

বসন্ত এল দক্ষিণ দ্বারে, দুলে লবঙ্গ লতা,
কেলি-নিকুঞ্জে ঝঙ্কারে অলি, কোকিল কহিছে কথা।
ফুলভারে ওই হয়েছে বকুল ব্যাকুল বনের পথ,
বিলাপ-বিধুর পথিক-বধূর উন্মাদ মনোরথ।
ফুটে কিংশুক অরুণকান্তি মনসিজনখরুচি,
সহকার-তলে দাঁড়ায়ে তরুণী মাধবী হাস্যশুচি।
আজি বসন্ত মধু-উৎসব, টুটে গেছে অভিমান,
বল জয়দেব! হবে নাকি আজ রাধাকৃষ্ণের গান!

কোথা সে মাধব সুনীল-কান্তি পীতবাস, বনমালা,
মণিকুণ্ডল, লোল-অপাঙ্গ, বঙ্কিম-স্মিতশালী!
গুরু-নিতম্ব-পয়োধর-ভারে গতি মন্থর অতি
কোথা ব্রজ-গোপ-বধূ কদম্ব বিলোল-বিলাসবতী!
অঙ্গে পুলক, চকিত দৃষ্টি, নয়নে অশ্রুরাশি
কোথা সে মুগ্ধা হরিণীর দল, কোথা সে ব্যাধের বাঁশী!

নিখিল মনের সুধা সিঞ্চিত লীলারস-রসায়ন
কই জয়দেব, কোথা সে মধুর মধুর বৃন্দাবন ?

সে কি আছে আজ ভুবনে ভুবনে নিখিল মর্ম্ম মাঝে ;
তরুণ হিয়ার পরতে পরতে তা'রি কি কাহিনী বাজে !
মেঘে ও রৌদ্রে লুকোচুরি যেথা, আলো ও ছায়ার মেলা,
সন্ধ্যা সভায় দিবস রাত্রি খেলে যেথা রঙ খেলা,
আকাশের চাঁদ যেথা চেয়ে থাকে ধরণীর ফুল বনে,
দক্ষিণ হাওয়ায় গন্ধের লিপি যেথানে সঙ্গোপনে
পাঠায় মালতী মধুকর পাশে—হে রসিক, সজ্জন,
ভক্ত শেখর ! আছে কি সেথায় তোমারি বৃন্দাবন ?

অবিশ্বাসীর বিশ্বাস আনি বল, "নয়, নয়, নয় ;
নহে এ জীবন ক্ষুদ্র তুচ্ছ মিথ্যা ছলনাময় ।
এ নহে বিধির পরিহাস শুধু নিষ্ঠুর নির্ম্মম—
ঊষর মরুর মৃগতৃষ্ণিকা, রজ্জুতে অহিভ্রম ।
জগন্নাথের জগতে হেথায় অনাথ কেহই নয়,
পথের প্রান্তে ধূলিকণাটিও তাঁহারি মহিমাময় ।
তিনি রয়েছেন নিখিল জুড়িয়া—জীব জড় দারু শিলা—
জীবন সত্য, জগৎ সত্য, সত্য তাঁহারি লীলা" !

এইধরা শুধু নহে ধূলি মাটি ; হেথ' আছে নির্ম্মল
দক্ষিণ পবন, ক্ষুধার খাদ্য, তৃষ্ণার পেয় জল,

বৃক্ষের ছায়া, গিরি গহ্বর, নদী কল্লোল গীতি,
বেণুমর্ম্মর মুখরিত পথ, বিহগ কূজন প্রীতি।
এই নর দেহ নহে পঙ্কিল, আত্মার বন্ধন—
যাহারে ছেদিতে চাই তপস্যা, কৃচ্ছ্রতা আরাধন।
এই বুকে আছে কামনা পদ্ম—অমৃতের সন্ধান ;
তা'রি শত দলে করেন বিহার আদি নর ভগবান !

বঁধুর মধুর অধর পরশে তাঁহারি রসের কথা,
তাঁহারি আভাস জানায় হিয়ায় যৌবন ব্যাকুলতা।
নব বর্ষার মেঘে মেঘে ঢালা তাঁরি প্রেম-অঞ্জন,
দিকে দিকে জাগে তাঁরি অঙ্গের ঘনশ্যাম শিহরণ।
রুদ্র তপের মাঝখানে তাই মকরকেতন তুলি
আসে মনসিজ মনের দুয়ারে উড়ায়ে কুসুমধূলি !
তাই নারী নর অধীর তৃষায় চাহে এ উহার পানে,
ভরিয়া উঠিছে ভুবন পাত্র অসীম প্রেমের গানে !

বল জয়দেব, বল আর বার, "এ নহে মিথ্যা, নয় ;
মরণ সত্য, তা'হতে সত্য প্রেম—গাও তা'রি জয়।
কে বলে সে প্রেম হারায়ে গিয়াছে মরণ কালীয় দহে ?
কালীয় নাগের মাথার মাণিক, তা'রি নাম প্রেম কহে।
চলে গেছে সাপ সাগরের পানে, রেখে গেছে তা'র মণি ;
সে মণি-লভিয়া ধরণী স্বর্গ, অনন্ত ধনে ধনী।

সে মণি আপনি ধরেছে বক্ষে ব্রজবাসী নারায়ণ ;
সে মণি পরশে উজল যমুনা, উজল বৃন্দাবন !

আজি বসন্ত এসেছে ভুবনে বহি ফুল পরিমল,
চ্যুত মঞ্জরী শায়ক স্পর্শে বনভূমি বিহ্বল ।
যূথীকা খুলেছে হৃদয় দুয়ার, ভ্রমর এসেছে যুটি
বন বালাদের চরণ আঘাতে অশোক উঠেছে ফুটি ।
আকাশ সুনীল, বুকে চন্দ্রিমা, ক্ষরিছে কিরণ মধু ;
কীচক রন্ধ্রে বাঁশী বেজে উঠে, "এস বর, এস বঁধু" ।
দিকে দিকে জাগে সহজ প্রেমের যৌবন অভিযান,
গাও জয়দেব "গীত গোবিন্দ", রাধাকৃষ্ণের গান !

তা'র পর

তা'র পর একদিন সুষুপ্ত জোছনা রাতে
চম্পক মদির গন্ধে আকুলিত বন বাতে
ভরিয়া বাঁশরীখানি গেয়ো গান ভালবেসে ;
আমি অভিসারী হব, দাঁড়াইব পাশে এসে !

দ্বিতীয় স্তবক

পল্লী

এই সেই পল্লীভূমি—
জননীর স্নিগ্ধ চেলাঞ্চল,
বরষার গাঢ় মেঘে ঢাকা,
শরতের আলো ঝল মল,

বসন্তের ফোটা ফুলে ভরা,
নিদাঘের ছায়া নিকেতন,
খসে পড়া মরতের বুকে
দেবতার স্বরগ স্বপন।

হেথা চাষী যোগায় অশন,
তরু হেথা যোগাইছে ফল,
গোষ্ঠে গাভী ঢালে ক্ষীর ধার,
নদী বুকে জল টলমল।

পাখী গায় প্রভাতে প্রদোষে
ভরা বন সুরভি মউলে,
নিত্য বাজে ত্রিসন্ধ্যা আরতি
দীপ জ্বলে মন্দির দেউলে।

শান্ত তৃপ্ত সরল জীবন,
ধর্ম্ম বসি মাথার উপর,
সাত কোটী ভাই বোন হেথা,
এই মোর আপনার ঘর!

একটী বটের প্রতি

কবে কোন ক্ষুদ্র শিশু ক্রীড়াছলে
রোপিল তোমায়!
কিম্বা কোন অতি বৃদ্ধ দিন শেষে
মুক্তি কামনায়!
[অথবা আকাশচারী বিহগের
চঞ্চুপুট হতে

পড়েছিলে খসে তুমি অতর্কিতে
নিম্নে ধরাপথে।
কোথা সেই ক্ষুদ্র শিশু, কোথা বৃদ্ধ
মরণের দেশে,
উড়ে গেছে কোথা পাখী—অন্তহীন
আকাশের শেষে!
শুধু তুমি একমাত্র আজ—মূর্ত্ত হয়ে
শুভ সাধনায়,
গৃহহীন পথিকের দলে জুড়াইছ
স্নেহাশীষ ছায়!

পূজার ব্যথা

গেল বছর এমনি পূজার দিনে
নতুন জামা দেয়নি বলে কিনে
দুষ্টু খোকা দিয়েছিল দো'রে
দা দিয়ে কোপ দু'চার ঘা বেশ জোরে
মায়ের উপর রেগে।
মা' না এসে বেগে
পিঠের উপর বম ফোটান মত
বসিয়ে দিল চাপড় গণ্ডা কত
"দূর হয়ে যা' লক্ষীছাড়া"! ব'লে।

তা'র পরে হায় বরষ গেছে চলে—
শরতে আজ সোনালি রঙ ধরা
আবার এল রৌদ্র উজ্জ্বল করা,
ঘরের পানে জাগিয়ে দিয়ে টান
শানাই গাহে আগমনীর গান।
আজকে খোকা কোথায় গেছে চলে
রাঙা জামা আল্‌নাটিতে দোলে,
বুলায়ে হাত ছুঁয়ারে সেই দাগে
মা কাঁদে তা'র 'আয় রে খোকা'! ব'লে।

—— ——

হিয়াটুকু

অতি ক্ষুদ্র একটি জীবন,
তুলনায় করো না বিচার,
হয়'ত গো ছিল না'ক তা'র
রূপ গুণ লোক—চমৎকার।

নিরজনে আপনার বাসে
আধ ঢাকা ফুলের মতন,
আপনার হিয়াটুকু লয়ে
থাকিত সে মগ্ন অনুক্ষণ।

ভাট মুখে সুদূর বিদেশে
কথা তা'র হয়নি প্রচার,
তা'র শুধু ছিল পরিচিত
একান্ত যাহারা আপনার।

একখানি নিভৃত কুটীর
তা'রে লভি উঠিত হাসিয়া,
ছোট খাট প্রতি গৃহ কাজে
স্পর্শ তা'র রহিত ফুটিয়া।

দু'একটী বিক্ষত হৃদয়
স্নেহ হস্তে করিত শীতল,
আশে পাশে দু'একটী জনে
বিতরিত সুধা নিরমল।

অদর্শনে নিতান্ত তাহার
কেঁদেছিল দুই চারি জন
হয়'ত তা'রাও এতদিন
কাল স্রোতে হ'ল অদর্শন।

মুছে আসে তা'র কথা আজ,
মুছে যাবে দু'দিনের পরে,
স্মৃতি তা'র লভিবে নির্ব্বাণ
অতীতের অনন্ত সাগরে!

একদিন, এইটুকু ঠিক,
আছিল সে পুষ্প সম ফুটি ;
পরিপূর্ণ সার্থকতা লয়ে
দিন শেষে পড়িয়াছে লুটি !

জয় জয় গঙ্গা !

শম্ভুশিরোদ্ভবা, পুণ্যতরঙ্গা,
জয় জাহ্নবী জয় ! জয়, জয়, গঙ্গা !
কলুষ বিনাশিনী, দুরিত বিঘাতিনী,
পাবনী, প্লাবনী, স্মরহরসঙ্গা !
জয় জাহ্নবী জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

অযুত ভক্তজন-কৃত-নতি-চরণা,
তরলিত-শশধর-কৌমুদী-বরণা,
হিমগিরিস্যন্দিতা, সুরনরবন্দিতা,
উজ্জ্বল-কল-কল-নাদ-বিভঙ্গা,
জয় জাহ্নবী জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

জীবন-ক্লান্তিহরা, অন্তিমশরণা,
দীন-দুখ-বারিণী, ধ্রুব-হরি-চরণা,
তারিণী শঙ্কট-শেষ-শয়ন-তট,
সুখদা, মোক্ষদা, ভবভয়ভঙ্গা,
জয় জাহ্নবী জয়! জয় জয় গঙ্গা!

তৃতীয় স্তবক

শতদল

ভারতের মনঃ পদ্ম তুমি শতদল
ধ্যানের শুচিতা লয়ে উঠেছ ফুটিয়া,
দূরতীর্থ-যাত্রী সম প্রভাতের বায়ু
নিত্য ফিরে ফিরে যায় তোমারে বন্দিয়া।

ধরনীর অর্ঘ্য তুমি আকাশের পায়,
সৃষ্টির রহস্য বক্ষে প্রথম প্রতীক,
ভারতীর পাদপীঠ, বুদ্ধের আসন—
সত্যধর্ম্ম পুণ্ডরীক—তুমি পুণ্ডরীক!

প্রাচীন ভারত

কোথা ঋষি, তপোবন, কোথা রাজকুল,
কোথা সে গরিমা জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য অতুল।
কোথায় অবন্তী কাঞ্চী, কোথা উজ্জয়িনী,
সরস্বতী দৃষদ্বতী নর্ম্ম প্রদায়িনী!
কোথা উমা তপস্বিনী,—কোথা সে কৈলাস;
মাধবিকা, মালবিকা—কোথা সে বিলাস!
শরতে বিজয় যাত্রা, বসন্তে উৎসব,
অবিরাম অভিরাম অনন্ত গৌরব!
মহানাটকের শেষ মহান শ্মশান,
বেদনার গুরু ভারে স্মৃতি মূহ্যমান!

বৌদ্ধভারত

কহিলেন শাক্যমুনি, "যাও বৎসগণ!
দিকে দিকে সত্যধর্ম্ম কর বিতরণ;
অজ্ঞান মোহান্ধ জীব ধরনীর বুকে
দিক্‌হারা, যাপে দিন জরা-মৃত্যু-দুখে।"
সম্ভ্রমে উঠিল রাজা সিংহাসন ছাড়ি
খুলিল ভাণ্ডার দ্বার; শ্রেষ্ঠী তাড়াতাড়ি
আনি দিল রত্নধন; শ্রদ্ধা অবিচল
দিল গৃহী পুত্র কন্যা জীবন সম্বল।

দলে দলে ভিক্ষুদল লঙ্ঘিল পর্ব্বত,
দলিল তুষার-ব্রজ। সেদিন ভারত
যে দৃশ্য দেখালে তুমি—পুণ্য অভিযান
সাম্য মৈত্রী করুণার—সেই গরীয়ান
অপার্থিব ইতিহাস মহৈশ্বর্য্যময়
আজও মানুষের বুকে জাগায় বিস্ময়!

নবীন ভারত

হে নব ভরতমুনি! আসিয়াছ পুন
কোন্ নব্য নাট্যসূত্র লয়ে? ভারতের
নব রঙ্গভূমে কোন্ মহানাটকের
পুন হবে অভিনয়? ওই শুনা যায়
অযুত অযুত কণ্ঠে ব্যথার সঙ্গীত
অশ্রুর অনল ভরা! এই গূঢ় ব্যথা,
একি পূর্ব্বাভাস মহা-দেব-জনমের!
বেদনার রসে যে মহামানস-পদ্ম
উঠিছে বিকাশি রক্ত শতদলে তার
পুন কি ভারত-লক্ষ্মী উদিবেন আসি!

রুদ্র

ধ্বংসের দেবতা তুমি, কে তোমারে বলে,
কে বলে তোমার ভালে জ্বলে কালানল,
কে বলে বিষাণে তব প্রলয়ের ধ্বনি,
নীল কণ্ঠে ভরা শুধু নীল হলাহল ?

আমি জানি তুমি চির সৃষ্টির দেবতা
বিদ্যুৎ পতাকা লয়ে মেঘনীল রথে
বিজয়ী বীরের বেশে গৌরব গর্ব্বিত
নেমে আস কম্বুনাদে ঈশানের পথে।
স্পর্শে তব ঝরে পড়ে জীর্ণ পত্র সম
নিয়ম শাসন ভীত বার্দ্ধক্যের ব্যথা
ধরণীর বক্ষ হতে। নিরুদ্ধ যৌবন
পুন উচ্ছ্বসিয়া উঠে গাহি নব কথা।

নিশার প্রভাত সাথে নব সূর্য্য সম
কঠোর সুন্দর তুমি দীপ্ত মনোরম।

বৈদান্তিক

আমি শুধু নিশি দিন গেয়ে চলি আমারি সে গান ;
দিকে দিকে আমারেই হেরি, আমারেই করি অনুমান,
প্রিয় বলে ভালবাসি, ঢালি প্রেম, যাচি আত্মদান।

প্রভাত অরুণ রাগে, দিনান্তের রক্তিম সন্ধ্যায়
আপন আনন্দ রসে মুগ্ধ রহি আপন মায়ায়,
জ্যোৎস্না রজনীর সাথে মগ্ন থাকি কল্পনা লীলায়।

বিশ্বের ঐশ্বর্য্য হেরি আপনারে করি নমস্কার,
সকল দীনতা মাঝে আপনারে চাহি বার বার,
আমি নিখিলের কবি, এ নিখিল একান্ত আমার।

আমারি মহান বাণী সিন্ধু ঘোষে উদাত্ত সঙ্গীতে,
প্রলয়ের রুদ্রলীলা ছুটে চলে আমার ইঙ্গিতে,
আমারি মুরলী বাজে বৃন্দাবনে গোপিকার চিতে।

কালের বন্ধন ছিঁড়ি আমি নিত্য করি অধিষ্ঠান,
ধরণীর লীলাঙ্গনে যুগে যুগে মোর অভিযান,
সৃষ্টির সহস্রদলে আমি মধু অমৃতায়মান!

চতুর্থ স্তবক

অশোক-মঞ্জীর

অয়ি মনসিজ-বল্লভ,
অপ্সরী-লাস্য,
বসন্ত-বন-দূত,
কুঙ্কুম-হাস্য,
চুম্বন-রাঙা-রস,
রূপ-রাগ-রঞ্জন,
প্রণয়ীর হৃদয়ের
সহ লহ বন্দন!

শীত জরা হ'ক গত,
ধরা কর যৌবন,
মধুকর গুঞ্জনে
মন কর মৌবন।

নবদল পল্লবে
তোল তান মঞ্জীর,
গাহ বধু, "ঢাল মধু,
ওগো বর, ওগো বীর !"

বিদ্যুৎ

খ-দ্যুতি, দেবদূত,
অপরূপ, অদ্ভুত
বিদ্যুৎ ঝিক্ মিক্
চমকে ওই ;
হাওয়া ডাকে শন্ শন্,
গুরু দেওয়া গরজন,
দিন হল আঁধিয়ার
পান্থ কই !

ক্রুর হাসি মুখে কা'র,
কা'র বাঁকা তলোয়ার,
কা'র বেঁধা বক্ষের
রক্ত দাগ ;

কা'র পদনখ রুচি,
কা'র মণি মালা শুচি,
কোন দূর দেবতার
বহ্নিযাগ !

ওকি সেই সব নাশা
বজ্রের আগ্ ভাষা,
ধূর্জ্জটি-নয়নের
তীক্ষ্ণশর ;
ওকি কাল আঁখি কোনে
চেয়ে দেখা আনমনে,
স্মর হর-সস্মিত
বিম্বাধর !

কার চলা ওই পথে
দুর্গম পর্ব্বতে—
অতিদূর অজানার
অন্বেষণ ;
পুণ্যের ভোগ শেষে
ফিরে মর্ত্ত্যের দেশে
ধ্বজা তুলে যাত্রী কে
হর্ষ মন !

ওকি আনে মেঘজল,
ওকি আনে ফুল ফল,
ওকি আনে সব ভাঙা
ঝঞ্ঝা-রোল,
ওকি আনে শ্যামলতা,
ওকি আনে কল কথা,
ওকি আনে প্লাবনের
অশ্রু দোল !

খ-দ্যুতি দেবদূত
অপরূপ অদ্ভুত
বিদ্যুৎ ঝিক্ মিক্
চমকে ওই ;
হাওয়া ডাকে শন্ শন্
গুরু দেওয়া গরজন
দিন হল আঁধিয়ার
পান্থ কই !

ধারা শ্রাবণ

ঝর ঝর ঝর্ঝর ঝরে জল ঝর্ণা,
নিবিড় নিতল মেঘ, শিখিনী সুপর্ণা ;
মাঠেতে সবুজ ধান,
নদীতে ছুটেছে বান,
ফুটে উঠে দিকে দিকে বিদ্যুৎ স্বর্ণা ।

গুরু গুরু গুরু ঘন দেওয়া গর্জ্জে,
"আসে রাজা, বিদ্রোহ ভাঙ" বলি তর্জ্জে ;
শ্যাম তৃণ মরকত
বিছান সকল পথ,
কানন ছেয়েছে কেয়া কদম্ব সর্জ্জে ।

খোলা চ'খে আজ লাগে স্বপ্নের মায়াটি,
গৃহ কোনে জেগে আছে কুঞ্জের ছায়াটি,
উত্তরে দিক শেষে
মন চলে ভেসে ভেসে
দূর যক্ষের পুরে যেথা প্রিয়া একাটি ।

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ বাজে মেঘে মল্লার,
প্রিয় কার কোথা গেছে তাই দুটি আঁখি তার
কি কথা কহিতে চায়,
ভাষা খুঁজে নাহি পায়,
অঞ্জন ভরা নভে চেয়ে দেখে অনিবার ।

ছোটে হাওয়া এলো মেলো সুরভিত উচ্ছাস ;
ফুল যেন কথা কয়, ফেলে যেন নিঃশ্বাস ;
খসে পড়ে লাজ ভয়,
আজি ত্রিভুবন ময়
সবি যেন পরিচিত মনে হয় বিশ্বাস।

এমন মেদুর দিন হবে কি গো নিষ্ফল,
ঝাপটে ঝামর বন, দোলে দোলা চঞ্চল,
গরজে গগন গুরু,
কাঁপে হিয়া দুরু দুরু,
পিছল কুঞ্জে পথ, তবু সখি চল্ চল্ !

উচ্ছল

সাঁঝের আলো ঢেউ দিয়াছে
জলের কিনারে,
ঢেউ দিয়াছে বনের বুকে,
মনের পাথারে ;
অলখ্ লোকে পুলক বেদন
অতল তলে জাগায় চেতন,
কাঁকন খানি বাজ্‌ল কাহার
প্রাণের দুয়ারে !

আজ্‌কে হাওয়ায় কথা বাজে,
হয় না সে ঢাকা ;
মনের মৃগ ফেলেছে শ্বাস
কস্তুরী মাখা ,
ব্যাকুল করা বকুল বনে
ফাগুন জাগে গোপন কোণে
আকাশে ওই আধখানি চাঁদ
উঠেছে বাঁকা ;

মুখ ফুটে আজ বল যদি,
'ভাল গো বাসি' !
অবাক আমি মান্‌ব না তায়,
হাসব না হাসি ;
চরণ তলে নীরব নূপুর
হঠাৎ যদি হয় গো মধুর,
হঠাৎ যদি বক্ষ কাঁপে
গভীর নিশাসি ;

সুপ্ত যাহা গুপ্ত ছিল
মর্ম্মে গোপনে
আজকে যদি চেতনা পায়
নর্ম্ম লগনে,

নীরব ক্ষুধা ব্যাকুল ব্যথা
বুঝব আমি বুঝব ত' তা—
অজানা আজ কেউ কার নয়—
মনের গহনে।

আজকে যদি চাও গো কিছু,
মানব না বিস্ময়;
সকল চাওয়া আজ্‌কে সাজে,
সাজে গো নিশ্চয়;
কেড়ে নেবার এইত সুদিন,
শঙ্কা সরম আজ কর লীন,
আজ সাহসে কাল চ'খের
ভুবন হবে জয়।

অলকা

উত্তরের অভিমুখে পাষাণের পুরে
দক্ষিণ পবন স্রোতে ভেসে ভেসে দূরে
আষাঢ়ের পুঞ্জ মেঘ যেথা থেমে যায়
দিনের যাত্রার শেষে; বিরাজে সেথায়

ধনেশের স্বর্ণ পুরী, প্রিয়ার সদন,
বাসবের ধনু সম বিচিত্র বরণ
অলকা—আলোক-স্বপ্ন কল্পনার তীরে,
হিম-শুভ্র শশিকলা মহাকাল শিরে !

নিত্য সেথা মধুমাস সুরভি-সম্ভার
ফুটায় কুসুম পুঞ্জ ; নিত্য অনিবার
উন্মত্ত ভ্রমর গায় ; রজনীতে চাঁদ
সুনীল আকাশে হাসে ; মুরজ সংবাদ
মণিময় গৃহে গৃহে মদির মধুর
প্রণয় সঙ্গীত সহ। সেথানে বধূর
জীবন যৌবন ছাড়া নাহি এক তিল—
স্বরগে মরতে সেথা হয়ে গেছে মিল।

তারি পানে চেয়ে চেয়ে নিখিলের লোক
গাহে বিরহের গান। আরক্ত অশোক,
প্রথম প্রণয় স্বপ্ন, সে দূর উদ্দেশে
ঝরে পড়ে আকুলিত চৈত্র নিশি শেষে।
চির ক্ষুব্ধ যক্ষ-হিয়া মরিছে কাঁদিয়া
প্রিয়ার যৌবন লাগি, বিদ্যুৎ আঁকিয়া
প্রতি বর্ষে বিরহীর চিত্তাকাশ গায়
সে কথা আষাঢ় মেঘ লিখে দিয়ে যায় !

পঞ্চম স্তবক

ক্ষণিকা

কেন তুমি এলে না'ক আকাশের মত
অনন্ত উদার বক্ষে ঘেরিয়া আমায়,
সমুদ্রের সীমাহীন তরঙ্গে নিয়ত
কেন না প্লাবিয়া এলে এ হৃদি বেলায়!
তুমি শুধু ফুটেছিলে শারদ্ সন্ধ্যায়
শুভ্র শেফালীর মত ক্ষণিক জীবনে;
আধ জাগা ঘুমঘোরে প্রাবৃট নিশায়
চকিতে চাহিয়া গেলে অলস স্বপনে।

আপনা সম্বরি লয়ে উঠিনু যখন
ঝরেছে শেফালী ভুঁয়ে, ভেঙেছে স্বপন!

জাগ !

এখনও রয়েছ সখি !
নিশি শয়নে,
ফুটেছে উষার আলো
পূব গগনে,
পাখী ওই ডেকে যায়
ভিখারী টহল গায়,
ফুল হয়ে উঠে কুঁড়ি
মধু লগনে।

পড়ে আলো তরু শিরে
উজল বেলা,
ধরণী নূতন করি
পাতিছে খেলা,
তোমার সে পোষা শুক
ডাকিছে মুখর মুখ,
কাল চ'খে কাল মৃগ
চাহে একেলা।

উঠান ছেয়েছে ঝরা
শেফালী ফুলে,
অতিথি দাঁড়ায়ে বুঝি
দুয়ার মূলে,

ও কোন পথের ছেলে
এসেছে গো খেলা ফেলে,
বুকে করে তা'রে কি গো
লবে না তুলে
জাগ সখি! উষা হাসে
উদয় কূলে!

ফাগুনে

বনে বনে বহে আজ ফাগুন হাওয়া,
তোমার বীণায় হবে কি গান গাওয়া,
তটিনীর কূলে কূলে
অশোকের ফুলে ফুলে
গোপন সরম রাগ উঠেছে ফুটি—
শীতের বাঁধন আজ যেতেছে টুটি!

বল সখি, কার তরে আজি এ শোভা,
মেঘে মেঘে ফুটে উঠে কনক প্রভা,
কার তরে এত ফুল,
এত গায় বুলবুল,
যুথিকা, চামেলী, বেলী কানন ভরি,
পরাণ শিহরি উঠে কারে সে স্মরি!

এত গান কারে দিব সুধাব কারে ;
ফাগুন এসেছে আজ হৃদয় দ্বারে ;
বকুলের মালা খানি
কার শিরে দিব টানি,
পরাব শিরিষ ফুল শ্রবণ মূলে,
চাঁদের কিরণ দিব দুকুল কূলে।

এখনও জীবন ভরা মধু টলমল,
এখনও আঁখির কোনে অশ্রুম্লান জল,
এখনও পরাণ হায়
দু'হাতে বিলাতে চায়,
এখনও হিয়ার পাখী গাহিছে কেবল,
এখনও প্রভাত বুঝি হয়নি সফল !

ফাগুন জেগেছে আজ, আপনা ভুলে
শিহরে কামনা নব অশোক ফুলে ;
আজি এ মধুর সুরে
কি বাঁশী বাজিছে দূরে
নয়নে নূতন আজ নিরখি সবি,
আকাশে বাতাসে আজ নূতন ছবি।

আজি, সব কাজ ভেসে যাক্ অতল জলে,
গোপন করো না কথা বিফল ছলে ;
আজি ভাঙ ঘুমঘোর
সব বাঁধনের ডোর,
জীবন জাগায়ে তোল মাধবী মূলে—
জেগেছে ফাগুন আজ নব মুকুলে !

অন্তরিতা

সে দিন যখন দিনের শেষে আমায় নাহি দেখ্তে পাবে,
ভাঙনধরা নদীর কূলে উদাস বায়ু লুটিয়ে যাবে,
আমি তখন অলখ্ চো'খে থাক্ব চেয়ে তোমার মুখে,
শুন্ব তোমার প্রাণের বীণায় কি গান বাজে গভীর দুখে !

আকাশ যখন হুতাশভরা কুহেলিকায় ছন্ন সাঁজে,
রিক্ত হৃদয় সঙ্গী খোঁজে প্রদীপ জ্বালা গৃহের মাঝে,
আমি তখন থাক্ব কাছে—যদিই না'ক দেখ্তে পাবে,
সে দিন তোমায় ব্যথায় গানে মন্বীণা মোর সুর মিশাবে ।

বিজন রাতে একলা যবে ঘুমিয়ে যখন থাক্বে শুয়ে
আস্ব আমি জ্যোৎস্না বেয়ে, বক্ষে তোমার পড়ব নুয়ে ;
অশ্রু জলের শুক্নো রেখা মুছিয়ে দেব স্পর্শে আমার,
সুপ্ত মুখে স্বপন হাসি লুকিয়ে থেকে দেখ্ব আবার ।

যখন বনে ফুট্‌বে মুকুল আমায় পাবে দেখতে পাবে,
ফাগুন দিনে ঝরা পাতা গোপন ছোঁয়া বুলিয়ে যাবে,
হাওয়ার পালে মেঘের ভেলা চল্‌বে যেথা আকাশ বেয়ে
থাক্‌ব আমি থাক্‌ব সেথা সঙ্গীহারা তোমায় চেয়ে।

অশোক যেথা উঠ্‌ছে ফুটি জানবে সেথা রইচি আমি,
পথহারা ওই নদীর বাঁকে বেড়াই ছুটে দিবস যামী,
দখিন বাতাস আমার নিশাস অঙ্গে তোমার লাগ্‌বে এসে,
শিশির ভেজা শেফালিকায় করুণা মোর উঠ্‌বে ভেসে।

তোমার দুখে দুঃখ আমার, তোমার সুখে সকল সুখ;
আজ্‌কে যেমন তখন তেমন তোমার কথায় ভর্‌বে বুক,
আমি সদাই থাক্‌ব কাছে যদিই না'ক দেখ্‌তে পাবে,
তোমার ব্যথার সকল গানে মন্‌বীণা মোর সুর মিশাবে।

দূরে

তুমি আমি চিরদিন রব দূরে দূরে
আকাশ ও ধরণীর মত
উন্মুখ আকাঙ্ক্ষা শত উদ্যত কামনা
যুগ যুগ বহিবে নিয়ত।

আমি যে ফুটাব ফুল বাতাসের মুখে
বক্ষে তব ছড়াইবে বাস ;
চন্দনী মলয় আসি সিন্ধুপার হতে
জানাইবে কা'র তপ্ত শ্বাস !
আষাঢ় মেঘের পথে স্নেহধার তব
শত ধারে আসিবে ছুটিয়া ;
তৃষিত চকোর কণ্ঠে নিদ্রাহীন গান
স্তব্ধ রাতে উঠিবে ফুটিয়া !
শীতান্তে দক্ষিণ বাতে ঝরা পাণ্ডু পাতা
এ বক্ষে আঁকিবে পত্রলেখা :
দু'কূলে দু'জন চাহি—মাঝখানে তা'র
মহাশূন্য মরুস্রোত রেখা !

চিরন্তনী

সে দিন ভাবিয়াছিনু হারানু তোমায়,
জীবন বৃথায় গেল, সকলি বৃথায় !
কতদিন পরে আজ ভেবে দেখি মনে
তুমি আছ পাশে মোর—তাই নিরজনে
চাঁদে আজ এত হাসি, এত সে উজল,
আকাশ বাতাস এত প্রশান্ত নির্ম্মল !

"যদি কভু দিয়ে থাকি ব্যথা"

যদি কভু দিয়ে থাকি ব্যথা
ভুলে যাও সে দোষের কথা,
মিছে কেন পুষে রাখ ক্ষত
হৃদয়ের গূঢ়তর ব্যথা।

ধরণী কালের আবরণে
ঢেকে দেয় সকল শূন্যতা,
স্নেহভরা পরশে তাহার
ভরি উঠে সকল দীনতা।

ভেঙ্গে-পড়া বিটপীর শির
নব দেহে উঠে মুঞ্জরিয়া,
শীতান্তের শিথিল প্রান্তরে
বসন্ত সে উঠে গুঞ্জরিয়া।

দাবদাহ অরণ্যের বুকে
ঢেকে যায় শ্যাম আবরণে,
সন্ধ্যা করি মুখর মধুর
পাখী গেয়ে উঠে বনে বনে!

তুমি শুধু ফিরাইয়া মুখ
চলে যাবে, সে কথা কেমন!
তুমি শুধু ক্ষমিবে না দোষ
শূন্য হিয়া করিবে বহন!

আমার এ দীন দুর্ব্বলতা
স্নেহদান লবে না ঢাকিয়া,
যদি কভু দিয়ে থাকি ব্যথা
'চিরদিন রবে তা' স্মরিয়া !
কবে কাঁটা ফুটেছিল পায়
চিরদিন কে করে স্মরণ,
দিনেকের অবজ্ঞা লভিয়া
আপনায় কে করে কৃপণ !
ভুলে যাও সেই কথা রাণি !
তোমরা যে স্বরগের ফুল,
পৃথিবীর মলিনতা মাঝে
হারাওনা দেবত্ব অতুল ।

উদাসী

তরী মোর কূলে বাঁধা,
কানে লাগে সুর,
যেতে হবে বঁধু হায়,
যেতে হবে দূর ;
অস্ত অচল শিরে
আঁধার নামিছে ধীরে

আধ ঘুম ঘোরে ঢাকা
মৌন মধুর,
যেতে হবে বঁধু হায়
যেতে হবে দূর !

কে অজানা পর পারে
বাজায় বাঁশী,
আধেক রোদন ভরা
আধেক হাসি ;
তা'রি স্বরে ধারাজল
কেঁদে চলে কল-কল,
ভল ভল ছল ছল
উছলে আসি ;
কে অজনা পর পারে
বাজায় বাঁশী !

তুমি যা দিয়াছ বঁধু
সবি তা ভাল—
কত রঙ, কত হাসি,
কত যে আলো ;
কত আশা ভাঙা ভাঙা,
কামনার রঙে রাঙা

নিভৃত বেদনা কত
মধুর কালো ;
তুমি যা দিয়াছ বঁধূ
সবি তা' ভালো !

তবু হায় ঘাটে বসে
আছি উদাসী,
কে অজনা পারে বসি
বাজায় বাঁশী ;
ভাঙা নদী কূলে বাস
তারি লাগি বারমাস
তারি লাগি কাঁদে মন
গোপনবাসী ;
কে অজানা পারে বসি
বাজায় বাঁশী ।

ষষ্ঠ স্তবক

তা'র কথা

কথা তা'র বেশী নাহি কিছু,
পরিচয় নাহিক বিশেষ.
আকাশের গ্রহের মতন
পথে দেখা পথে তা'র শেষ !

কোন দূর প্রভাতের সাথে
এসেছিল আপনা ভুলিয়া,
যৌবনের মধু পাত্র খানি
মুখে তা'র কে দিল তুলিয়া !

শ্রান্ত একদিন শেষে কার
হয়েছিল দু'দণ্ডের সখা,
দু'টী গান শুনায়ে তাহারে
ফিরে আর দিল না'ক দেখা।

স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে
কেহ কভু পারেনি বাঁধিতে
কেঁদে গেছে কত আহ্বান
নিশিদিন তাহারে সাধিতে।

আধজাগা ঘুমঘোরে শুনা
সকরুণ সঙ্গীতের মত,
আজ শুধু স্মৃতির ছায়ায়
মনে পড়ে তার কথা যত!

মরুপ্রান্তে সে কোন রূপসী
আজিও স্মরিছে তা'র স্মৃতি,
কোথা সেই ইরাণের নারী
পথ তা'র চেয়ে থাকে নিতি!

কথা তা'র শুনেছে আকাশ,
সাগরে পড়েছে তা'র ছায়া ;
রজনীতে গভীর বনানী
কেঁদে উঠে স্মরি তা'র মায়া !

সত্যযুগ

জীবনের তরুণ প্রভাতে
নর শিশু দেখিল স্বপন
স্বর্গ নেমে এসেছে ধরায়,
নাহি দুঃখ পাপ পরশন !

যুড়ি তট অলকানন্দার
ফুটে আছে মন্দারের ফুল,
স্বর্ণরেণু পৃথিবীর ধুলি
নরমুখ দেবত্ব অতুল !

শুধু হাসি উৎসবের মেলা,
অফুরান জীবন যৌবন,
চির নীল উদার আকাশ,
চির জ্যোৎস্না বসন্ত পবন !

আকাশ-গঙ্গা

নিভে গেল স্বপনের ছবি—
আঁখি মেলি দেখিল চাহিয়া
দীপ্ত রবি আকাশের বুকে
ছুটিয়াছে অনল বাহিয়া।

বনে বনে বহে দাবদাহ,
পিপাসায় চাতক কাতর,
দু'দিনের বসন্ত ফুরাতে
বজ্রনাদে আসে মেঘ ঝড়।

দেবত্বের শুভ্র অভিধান
নরমুখ পাপ কলুষিত,
যৌবনের শুচিতার শোভা
জরা আসি করিছে খণ্ডিত।

ফুল ঝরে জীবনের সাথে,
ব্যর্থ প্রেম চেয়ে থাকে পথ,
হাসি গান দু'পাশে দলিয়া
ছুটে আসে মরণের রথ।

তবু হায় পৃথিবীর জীব
সুখে দুখে করিছে কল্পনা
একদিন ফলিবে স্বপন—
স্বর্গ হবে মরতে রচনা!

বনের ব্যথা

বন কেটেছে সভ্য মানুষ নদীর ধারে দুই তীরে ;
আগুন দিয়ে, কোদাল পেড়ে, চালিয়ে লাঙল বুক চিরে,
উৎখাতিয়ে বনের পাঁজর লুটেছে ধনরত্ন তার—
সারি সারি বসছে বাড়ী ইটকাঠেরি চমৎকার।
সমাজ শাসন, শিষ্ট পালন, দুষ্ট দলন রীতি নীতি
আনছে বয়ে সভ্য মানুষ—লোক দেখান সম্প্রীতি।

সত্যকালের সাক্ষিভূত দেবের প্রিয় সুগম্ভীর
দেবদারু ওই মাটীর সাথে লুটিয়ে আছে উচ্চশির।
সাঁঝ সকালে ফুল বৈশাতি, ঝাউ চামরে ধীর বীজন,
নাগকেশরে গন্ধরেণু, বন বিহগে গুঞ্জরণ,
চন্দনেরি স্নিগ্ধ হাওয়া, কিংশুকেরি বর্ণরাগ
লুপ্ত আজি বনের বুকে—শুধুই জাগে অস্ত্রদাগ।

শুক্তিঝরা মুক্তকণা, নদীর জলে সুবর্ণ
দস্যু এসে লুট করেছে—বনের শোভা বিবর্ণ।
মৌমাছিদের মধু গেছে, শুকিয়ে গেছে মৌয়াফুল,
বনের সভাছত্রধারী গজেন্দ্র আজ ভয় ব্যাকুল।
বনের রাজা রাজ্যহারা পালিয়ে বাঘা দূরবনে,
রাতের আকাশ কাঁপিয়ে তুলে ব্যর্থ ক্ষোভে গর্জ্জনে

বন কেটেছে সভ্য মানুষ অগ্নিসখা, অগ্নিদাপ ;
জানে না'ক মাথায় জাগে উদ্যত কোন রুদ্রশাপ।
আস্‌বে যে দিন উথ্‌লে যবে আপন বুকের হলাহল
ভাসিয়ে দেবে সমাজ শাসন, বুদ্ধিরচা নীতির বল।
লাগবে আগুন ঘরে ঘরে—বাঘের চেয়ে ভয়ঙ্কর
হিংসা রণে মেল্‌বে থাবা, রক্ত খাবে পরস্পর।
রইবে পড়ে ইটের বোঝা—সাক্ষ্য দেবে লুণ্ঠনের,
অত্যাচারীর অত্যাচারের, প্রবঞ্চকের বঞ্চনের।
সেই দিনেতে আবার হবে নতুন ক'রে বন পাতা
আস্‌বে ফিরে বনের বাঘা, ধরবে হাতী রাজ্‌ছাতা।

পথের ডাক

সম্মুখে ওই উঠেছে বিষাণ গরজি গভীর স্বনে
গিরি কন্দর, সাগরের জল চমকিছে স্পন্দনে ;
আগে চল্‌, ওরে সম্মুখে চল্‌,
দৃপ্ত সাহসে বেঁধে নিয়ে বল,
মহাকাল ওই নীল বিদ্যুতে মেলিছে অগ্নি আঁখি;
অম্বরভাঙি দৃপ্ত আরবে অশনি ফিরিছে ডাকি।

সে নহে শান্ত সন্ধ্যা আঁধারে সঘন শঙ্খ ধ্বনি
ফিরাইতে গৃহে পথের পথিকে আপনার প্রিয় গণি ;
সে যে চিরদিন পথে বারকরা
বাজে ঘোর শিঙা আশ্রমহরা,
মহেশের মহা শ্মশানের ডাক ঘোষে বৈরাগ্যবাণী ;
সে যে ঘুচায়ে দু'কুল পট্টবসন গৈরিক দেয় আনি ।

সে যে আপনার জনে পর করে দেয় অচেনা জনার লাগি,
ত্যজিয়া জগৎ উর্দ্ধ নয়নে থাকে নিশিদিন জাগি,
অশ্রুত কোন মহামহিমায়
রাত্রিন্দিব বন্দনা গায়,
জীবনের আলো আঁধারের বুকে ঢেলে দেয় অকারণে ;
কেহ নাহি জানে ঘুরে সে বেড়ায় কিসের অন্বেষণে !

সেই মহাকাল ডাক দেছে আজ কোন অজানার পারে,
মহাসিন্ধুর সঙ্গীত গাহি—যেতে হবে তার দ্বারে ;
দূর পশ্চিম আকাশ সীমায়
গৈরিক ধ্বজা তার দেখা যায়,
সে যে, ঘরের বাঁধন ভাঙি ডেকে লয় পথ মাঝে বার ক'রে ;
সে যে, শুধু ডাকে, "আয়"—বলেনা'ক কভু চাহে সে
কিসের তরে !

ঝড়ের গান

দে দোল, দে দোল, দোল,
সাগরের জল পাহাড়ের বুকে
টেনে তোল, ওরে টেনে তোল !

ঈশান নয়নে জ্বলুক আগুন
খসে যাক্ তার জটা,
হান মেঘে মেঘে নীল বিদ্যুৎ,
মরণোৎসব ছটা ;
কোথা যেন কিছু নাহি থাকে ফাঁক,
পুড়ে হ'ক সব পুড়ে হ'ক খাঁক,
বহ্নির লীলা বাসর শয়নে
মহা বিবাহের ঘটা !

ক্ষেপে গেছে কাল যমের মহিষ,
বাসুকী নেড়েছে মাথা ;
বাজে বাজে যাক গুড়া হয়ে পড়ে
নীল আকাশের ছাতা ;
জল ছেপে ওই উঠে মাটি পাক
ভেঙে পড়ে যাক্ পাহাড়ের থাক্ ;
ধূলি হয়ে যাক্ ধরণীর বুক,
নগরে শ্মশান পাতা !

আজিকার যাহা স্নেহ সঞ্চয়
ব্যথা হয়ে কাল লাগে,
জীবন ছুটেছে—পিছনে অতীত
মরণ কাঁদিয়া মাগে ;
বসন্ত শেষে কাল বৈশাখী
মেলে আছে তার বিদ্যুৎ আঁখি,
নব মুকুলের মঞ্জরী দলে
বিষকীট তাই জাগে !

ভাঙ ভাঙ ওরে যা আছে যেথানে
জীর্ণ স্থবির যত,
শেষ কর কত কোটি দিন রাত
যারা ক্ষত বিক্ষত,
যুগযুগান্ত জমে আছে ধূলা
টেনে ফেল পচা ইমারৎগুলা
ঘরকুনো যত বাদুড়ের দল
নিঃশেষে হ'ক হত ।

এস হে মরুৎ রুদ্র দেবতা
মেঘ পিঙ্গল রথে ।
ওই শুনা যায় ঘন ঘর্ঘর
ঈশানে আকাশ পথে !

বিদ্যুৎঝলা অম্বর তলে
আসে বাহিরিয়া দলে দলে দলে
যা'রা দীনতার অলস শয়ান
বেঁচেছিল কোন মতে !

এস ভৈরব মুছে নাও সব
অন্ধকারের কাল,
যুগ অবশেষ জঞ্জাল দহি
বজ্র অনল জ্বাল !
এস মহাকাল সৃষ্টির দূত,
মরণের বুকে আন অদ্ভুত
নূতন করিয়া নব গৌরবে
যুগ প্রভাতের আলো !

ব্যথার গান

আজ শুধু গাও তাহাদের গান যাদের জানেনি কেহ ;
আঁধারের বুকে নীরব শয়নে আজি তাহাদের দেহ ;
জীবন যাদের ধরেনিক রঙ, ঝরে গেছে ফুল দল,
আশার আলোক পারনি জাগিতে, মুকুল ধরেনি ফল,
ফিরে গেছে যা'রা ভগ্ন হৃদয়ে লভেনিক প্রতিদান
আজি দিবসের উৎসব শেষে গাও তাহাদের গান

তরুণ অরুণ প্রভাতে যাহারা অকূলে দিয়াছে পাড়ি ;
কমলার সাথে জন্মদিবসে যাহাদের আড়াআড়ি ,
জানেনি'ক যাঁরা সমাজ বাঁধন, ভাবেনি'ক পথ ঘাট ;
শুধু ঘৃণা আর শুধু অবহেলা যাঁদের জীবনঠাট ;
যাঁরা বিস্মৃত, বেদনাবিহত, ব্যাকুল, বিধুর, ম্লান ;
আজি দিবসের উৎসব শেষে গাও তাহাদের গান !

রিক্ত ত্যক্ত কুৎসিত যাঁরা কাব্যকাহিনীহীন ;
জীর্ণ যাহারা ভগ্ন পীড়িত, দীন হতে আরও দীন ;
নিয়মের মাঝে যাঁরা অনিয়ম, সকল শাসন হারা ;
শান্তির মাঝে যাঁরা কোলাহল উপদ্রবের পারা ;
যাঁরা পাপ, যাঁরা অভিশাপ, তাপ, অশুচিতা, অপমান ;
আজি দিবসের উৎসব শেষে গাও তাহাদের গান !

যত কিছু হেথা সুন্দর, কম, গৌরব-গরীয়ান
জন্ম তাহারি কাল মেঘে—যাঁর ঝঞ্ঝা বিজয়যান ;
জিনিয়া সমর যাঁরা আসে ওই উদ্ধত ধ্বজা ধরি
তাহাদের শিরে দিওনা মুকুট বিজয়কাহিনী স্মরি ।
ঘোর দুর্দ্দিনে রক্ত আহবে যাঁরা ঢেলে দেছে প্রাণ ;
আজি দিবসের উৎসব শেষে গাও তাহাদের গান !

ধরণীর সেই জনমের ব্যথা, ফুল ঝরা ফল দিয়ে ;
নিদাঘের সেই তীব্র দহন ফলপরিপাক নিয়ে ;

কঠিন কঠোর যে কুলিশঘাত দূর করে মারীভয়,
অন্ধকারের অন্তর তলে যে মাণিক ঢাকা রয়,
পুরাতন যত বেদনার বাণী, নূতন যাহার দান,
আজি দিবসের উৎসব শেষে গাও তাহাদের গান!

—o—

নিদ্রিত নারায়ণ

নিদ্রিত নরনারায়ণ জাগ! নব প্রভাতের লাগি
জগৎ দাঁড়ায়ে দুয়ারে তোমার করুণার কণা মাগি'—
সৃষ্টির এই আঁধারের বুকে প্রভাতের ক্ষীণ রেখা
জ্বলে জ্বলে উঠে কতবার হায় নিভে নিভে গেছে একা!

কত দান হায় হারাল হেলায়, ভেঙে গেল আয়োজন:
বিস্মৃত আজ কত না যুগের কত সাধনার ধন;
এমনি ঘুমায়ে রবে কত কাল আঁধার স্বপন বুকে,
আর ফিরাওনা দেবতার দূত আঁধারের মুখে মুখে!

আজ কত দিন! যে দিন প্রথম পঞ্চনদের কূলে
আদিম ঋষির স্তোত্র মহান বিশ্বপ্রাণের মূলে
তুলেছিল ঘন আনন্দধ্বনি, জীবনের কম্পন,
নব উল্লাস, উন্মেষ নব, সত্যের বিতরণ!

হায় নারায়ণ ! সে দিন ত' তুমি আছিলে স্বপনে ভুলে,
পশেনি সে গান বধির তোমার মর্ম্মের শ্রুতিমূলে,
তাই জ্বলে জ্বলে নিভে গেল শেষ আহুতির হোমশিখা,
যজ্ঞের শেষে তুমি এলেনা'ক ভালে নিতে রাজটিকা !

আবার সে দিন কতকাল পরে সেথা হতে কত দূরে ;
জ্বলিল আলোক সত্যের নব কপিলবাস্তু পুরে ;
রাজার দুলাল ছাড়ি গেল ঘর তোমারি সেবার লাগি ;
ভিক্ষু শ্রমণ ঘুরিল জগৎ জীবকল্যাণ মাগি !

সুদূর পূর্ব্বে কনফুশিয়াস্, দূর পশ্চিমে ঈশা,
দেবতার শিশু খ্রীষ্ট জাগিল ঘুচাতে তোমার নিশা :
ন্যায় সত্যের তরবারি হাতে মরুসন্তান বীর
উদিল সে দিন—এখনও ধ্বনিছে ধ্বনি তার গম্ভীর

এমনি কেটেছে কত যুগ হায় ! কতবার কত ছলে
যতি, মহর্ষি, মনীষি, তাপস তোমার চরণ তলে
নীরবে প্রাণের অর্ঘ্য ঢেলেছে, দিয়াছে জীবন দান—
নরনারায়ণ ! তুমি ত' তাঁদের রাখনি'ক সম্মান !

একবার জ্বলে ক্ষীণ আলোরেখা আবার আঁধার আসে
যুগান্তব্যাপী—ছুটে আসে ঝড় উন্মাদ উল্লাসে !
খুলে যায় কোন নরকের দ্বার ; মরণের দূতগণ
বিধাতার এই নন্দনে করে শ্মশানের কীর্ত্তন !

কুটিল স্বার্থ শতবাহু দিয়া জড়াইয়া শত পাকে
হিংসা দ্বেষের দীর্ঘ দশনে ছিঁড়ে খায় আপনাকে ;
ছিন্নমস্তা রুধিরলোলুপা আপনি রুধির পিয়ে
জগতের শিব দলে পদতলে অশিব সমর্চ্চিয়ে ।

আজ পুন ধরা বিবশা ব্যথায় মুহু মুহু ফেলে শ্বাস ;
শ্যাম শোভা তা'র গিয়াছে শুকায়ে—বর অঙ্গের বাস ;
সুনীল আকাশ ধূসর খিন্ন কাল বারুদের ধূমে ;
আহত মানব অচেতন, ক্ষীণ—ডুবিছে মোহের ঘুমে !

কত কাল পরে আজ দেখা যায় সেই আলোকের শিখা,
লক্ষ যুগের বেদনার বাণী ললাটে তাহার লিখা,
কোটি তাপসের হৃদয়রক্তে উজ্জ্বল জ্যোতি তা'র,
ক্লান্ত জগৎ জপে সেই নাম অন্তরে অনিবার !

নিদ্রিত নরনারায়ণ, জাগ ! জাগাও মানুষ যত ;
জানাও তাঁদের কত বড় তা'রা, নিধিমান তা'রা কত ;
উঠাও তোমার মেঘের মন্দ্র ; গম্ভীর গুহাতলে
সুপ্ত সিংহ উঠিয়া দাঁড়াক মহীয়ান নিজ বলে ।

অনন্দঘন জ্ঞান-অঞ্জন, নিখিল তিমির হরা,
পরশে ফুটাও নূতন প্রভাত—নূতন হউক ধরা ;
আদি যুগ হতে রয়েছে শূন্য তোমারি সিংহাসন,
আর কত কাল রহিবে ঘুমায়ে নিদ্রিত নারায়ণ !

সপ্তম স্তবক

জননী বঙ্গভূমি

প্রণমি তোমারে সুজলা সুফলা জননী বঙ্গভূমি !
যুগে যুগে যেন জনমি হেথায় তোমার চরণ চুমি !
তোমার উদার সুনীল আকাশ, নদী তড়াগের জল,
স্নিগ্ধ হরিৎ দিগ্‌ভরা মাঠ, তরু, লতা, ফুল, ফল,
সাগরচরণা গিরিকিরীটিনী অভয়া মূরতি তব
দিকে দিকে যেন করে প্রচারিত শতেক বারতা নব !
আকাশে তোমার বাজ, বিদ্যুৎ, রামধনুকের খেলা ;
স্থলে জলে তব যূথী, জাঁতি, বেলী, কমল, কুমুদে মেলা !
বসন্তদূত কোকিল তোমার নবীন বারতা আনে :
দোয়েল, শালিক, চাতক তোমার বন্দনা করে গানে ।

গঙ্গা যমুনা বক্ষের হার, তুষারে ফুটিছে হাসি,
শিশিরে তোমার হরিছে ক্লান্তি, বাতাসে বাজিছে বাঁশী।
জ্যোৎস্না তোমার শ্বেত চন্দন, শেফালীর আল্পিপনা,
দূর্ব্বা তোমার মঙ্গলাশীষ, নীবার তোমার সোণা।
পল্লীবিতানে উৎসব ভরা তোমার শতেক গেহ—
ছেয়ে আছে যেথা ভা'য়ের মায়ের সখার প্রীতি ও স্নেহ।

মধুকরী সহ সাত ডিঙা তব করিল মথন সপ্তসিন্ধু,
সিংহলে তব বিজয়সিংহ স্থাপিল নিবেশ আর্য্য হিন্দু।
মন্দির তব সাগরের পারে উঠেছে যাভায় আকাশ ফুঁড়ি,
এখন ঘোষিছে বুদ্ধের বাণী এই পৃথিবীর অর্দ্ধ যুড়ি!
নৌসেনা আর হাতীর হল্কা আতঙ্ক দিল ভারত ময়,
সেকেন্দারের বিজয়বাহিনী ফিরে গেল পেয়ে ত্রস্ত ভয়
বাণিজ্য তব আনিত আহরি সুদূর রোমের রত্ন ধন,
বিশ্ববাসীর জ্ঞানের সভায় পাতা ছিল তব সিংহাসন।
আদি-বিদ্বান কপিলের দেশ, শীলভদ্রের জনমভূমি,
তিব্বতগুরু-অতীশ-ধাত্রী জননী তোমার চরণ চুমি!

কত নরপতি সন্ন্যাসী হয়ে শিখাল হেথায় ত্যাগের মন্ত্র,
এখানে আনিল আগমবাগীশ পঞ্চম বেদ আগমতন্ত্র।
নব্য ন্যায়ের মনীষার মণি দিল রঘুনাথ চরণে ধরি,
পক্ষধরের পক্ষ ছেদিয়া মিথিলার যশ আনিল হরি।

প্রেমের ঠাকুর অমিয় নিমাই প্রচারিল নব প্রেমের ধর্ম্ম,
বিবেকানন্দ শিখাল ধরায় মানব সেবার নূতন মর্ম্ম।
পথে ঘাটে হেথা প্রতি ঘরে ঘরে দেবতার মন্দির,
অতিথি না সেবি হেথাকার লোক নাহি করে পান নীর।
অঙ্গন ভরি সংকীর্ত্তন, পথে বাউলের গান,
কর্ম্মের হেথা ধর্ম্মের সাথে এক পথে অভিযান।

ভারতীর প্রিয় পবিত্র পীঠ, ভারতের তুমি প্রাণ,
যুগ যুগ ধরি কর বিতরণ নব নব অবদান।
বিশ্বে আনিবে তুমি মহাবাণী, মানবের সফলতা,
মুক্তির তুমি হবে গো সারথি, এ নহে মিথ্যাকথা।
আবার তোমার আঁধার ললাট উজ্জ্বলতর হবে ;
অভয়া, বরদা, কমলা, ভারতী আবার তোমারে কবে।
প্রণমি তোমারে সুজলা সুফলা জননী বঙ্গভূমি,
যুগে যুগে যেন জনমি হেথায় তোমার চরণ চুমি!

চৈতন্য ও সুবুদ্ধিরায়

ভারতের অন্নক্ষেত্রে আজ
এসেছেন ভিখারী দেবতা,
লোক মুখে ছেয়ে গেছে তাঁ'র
অন্তহীন প্রেমের বারতা।

ডুবাইয়া বিশাল নগরী
উঠিতেছে কীর্ত্তনের রোল,
শিবক্ষেত্র বিষ্ণুক্ষেত্র আজ
দ্বিজে দেয় আচণ্ডালে কোল।
রবিকর অস্তমিত প্রায়,
দিনমান হ'ল অবসান,
কলনাদে অনন্ত উদ্দেশে
ভাগীরথী গেয়ে চলে গান।
দিবসের কীর্ত্তনের শেষে
মুগ্ধ মনে নদীতটে বসি
দেখিছেন প্রেম অবতার
কোলাহলময়ী বারাণসী।
ধুলি মাটি ভেদিয়া অঙ্গের
আভা পায় কাঞ্চনবরণ,
বরষিছে অমৃতের ধারা
করুণায় উজ্জ্বল নয়ন।
অন্তরঙ্গ বসি চারিধারে
মৃদুস্বরে কত কথা কহে,
ধূপগন্ধসুরভি আকাশে
সুনির্ম্মল সন্ধ্যাবায়ু বহে।

হেন কালে দ্বিজ এক আসি
প্রণাম করিল তাঁর পায়,

অতিব্যস্ত গৌরাঙ্গ উঠিয়া
প্রতিনতি করিলেন তাঁয়।
দ্বিজ কহে, "অভাজন আমি
সদা পুড়ি পাপের আগুনে,
মোরে কেন প্রণমিয়া দেব!
বাড়াইছ পাপ শতগুণে"।
হাসি তবে গৌরাঙ্গ কহেন,
"তুমি আমি কেন ভাব দূর,
আমাদের দু'জনার প্রাণে
রয়েছেন প্রাণের ঠাকুর।"
জিহ্বা কাটি কহে বিপ্রবর,
"হেন কথা ব'লো না সন্ন্যাসী,
আমি হীন অধম পতিত,
অপ্রমাণ মোর পাপরাশি।
নাম মোর সুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ,
নদীয়ায় ছিলাম বিদিত,
ছিল যশ মান অর্থ আদি
সমাজে আছিনু প্রতিষ্ঠিত।
বলে ধরি একদিন মোরে
যবনে খাওয়াল ছোঁয়া জল,
তাহে গেল জাতি, কূল, মান—
সমাজেতে হইনু অচল।

গলিত কুষ্ঠের মত
সেইদিন সকলে ত্যজিল,
আপনার অন্তরঙ্গ যা'রা
শিহরিল অশুচি মানিল।

ভারতের যত দেবালয়
রুদ্ধ হ'ল আমার সম্মুখে,
এতদিন সাথে ছিল যা'রা
ফিরে গেল ঘৃণাভরা মুখে।

সমাজের অধ্যাপক দল
তুষানল করিল বিধান,
প্রাণপাত নহিলে এ পাপে
প্রায়শ্চিত্ত নহে সমাধান।

সেই হতে শৃগালের মত
দেশে দেশে বেড়াই ঘুরিয়া,
স্পর্শ কেহ করে না'ক আসি—
আমি যেন রয়েছি মরিয়া।

লোক মুখে শুনিলাম পথে
তুমি নাকি দয়ার ঠাকুর,
তাই তব শ্রীচরণতলে
আসিয়াছি হাঁটি বহুদূর।

তুমি মোরে কহ, হে দেবতা!
প্রায়শ্চিত্ত থাকে যদি আর,

প্রাণপাত নহিলে কি, প্রভু!
এ পাপের নাহিক নিস্তার?"

নিরখিল ব্যাকুল ব্রাহ্মণ,
ঝর ঝর ঝরিল নয়ন—
ভক্তবৃন্দ উঠিল শিহরি
ইতিহাস করিয়া শ্রবণ!
কিছুক্ষণ থাকিয়া নীরব
চৈতন্য কহেন ধীরে ধীরে—
অমৃতের উৎসধারা সম
কথাগুলি বাজিল সমীরে।
"শুনে হে সুবুদ্ধি রায়!
অকারণ খেদ কর দূর,
মানুষের প্রাণের দেবতা,
জেনো, নহে এমনি নিষ্ঠুর।
মানুষের রচিত সমাজ
লঘুপাপে গুরুদণ্ড করে,
মানুষের দেবতার বুকে
করুণার সুধা-উৎস ঝরে।
লঘুপাপে নিষ্ঠুর সমাজ
তোমারে করিয়া দেছে দূর,
দেবতায় মানুষের সহ
বন্ধ নহে এমনি ভঙ্গুর।

কি সে তব গুরু অপরাধ,
কেন তুমি ত্যজিবে জীবন ?
প্রাণনাশ তমোধর্ম্মসার,
তাহে শুধু মিথ্যা আচরণ।
যবনের জল পান করি
চক্ষু তব অন্ধ কি হয়েছে,
যবনের জল পান করি
শ্রুতি তব শব্দ কি হরেছে ?
উৎসবের রজনীর সমা
রূপ-রস-স্পর্শময়ী ধরা
আপনার সরবস্ব লয়ে
তোমা' পানে এখনও তৎপরা !
এ অসীম উদার আকাশ,
এ অনন্ত পুণ্য জলরাশি,
ধরণীর এই ফুল বন,
বাতাসের এই মধু বাঁশী
এখনও কি প্রাণে তব
না জাগায় বিপুল আভাস ;
অন্তরের নিত্য দেবতায়
এখনও কি করে না প্রকাশ !
মানুষের যাতনা হেরিয়া
প্রাণ তব নহে কি ব্যথিত,

তা'র সুখে তোমার অন্তর
এখনও নহে কি সুখিত !
তাই যদি, কহ মতিমান্‌,
কিসে তুমি হইলে পতিত,
কি লক্ষণে জানিলে যে তুমি
বিশ্বদেব-করুণা-বঞ্চিত ?"
—সন্ন্যাসীর স্নেহপ্লুত স্বর
অকস্মাৎ হইল গভীর,
স্নিগ্ধ নেত্রে উঠিল জ্বলিয়া
রুদ্রতেজ উদগ্র অধীর—
"শাস্ত্র সে ত মানুষের তরে
বাড়াইতে মানুষের মান ;
সেই শাস্ত্র দলিবে মানুষ !
—অত্যাচার, এ নহে বিধান !
মূর্খ যেই মানুষের হ'তে
গ্রন্থরাশি বড় করি বলে
মসীলিপ্ত তালপত্র তা'র
ফেলে দাও এই গঙ্গাজলে !
হে সুবুদ্ধি ! খেদ কর দূর,
লুপ্ত তীর্থ বৃন্দাবনে যাও,
যমুনার নীল তটে বসি
ব্রজলীলা নিত্যলীলা গাও ।

তাহে তব হবে পাপ দূর,
যদি কিছু হয়ে থাকে পাপ,
হরিনাম! হরিনাম লও,
দূর হবে সব গ্লানি তাপ।
শুষ্ক স্মৃতি বিধানের চাপে
মানুষ হয়েছে প্রাণহীন,
নৈয়ায়িক তর্ক-মায়া রচি
দেবতায় করিছে বিলীন।
মানুষ সে জীবন্ত স্বাধীন,
অত্যাচার কভু নাহি সবে,
একদিন রুদ্ধ কারা ভাঙি
নিজ হাতে মুক্তি গড়ি লবে।
সেই দিন ভেসে যাবে যত
মিথ্যা তর্ক মিথ্যা শাস্ত্র রাশি;
পবিত্রিত ধরণীর বুকে
নিত্য প্রেম উঠিছে বিকাশি!

শাজাহান ও জাহানারা

[কাল গভীর রাত্রি। আগ্রার প্রাসাদ কারা কক্ষে
শাজাহান ও জাহানারা।]

"জাহানারা! দে রে, খুলে দে জানালা, এল না'ক আজ ঘুম!
আজ নওরোজ—ওই দূরে বুঝি শুনা যায় তা'র ধুম।"
"আজ নওরোজ কোথা বাবা! এ যে বছরের মাঝখান,"
"খুলে দে জানালা, রুদ্ধ গৃহেতে প্রাণ করে আন্‌চান।"

[জাহানারা জানালা খুলিয়া দিলেন]

"তাই বটে ও সে স্বপ্নবিকার, আমি কি দেখেছি ভুল;
বৃদ্ধ স্থবির পিতা আমি তোর, বুদ্ধি হয়েছে স্থূল।
মা আমার! নিজে কত দুঃখ পেলে বৃদ্ধ পিতার লাগি,
শুধু তুমি আছ অসময়ে আজ, আর সবে গেছে ত্যাগি।
সিংহ আজিকে হয়েছে স্থবির—বাদশাহ শাজাহান
বন্দী আপন প্রসাদকক্ষে, কৃপায় বাঁচিছে প্রাণ।
রুদ্ধ আজিকে আগ্নেয়গিরি, বুকেতে বদ্ধ জ্বালা,
ক্রূর নিয়তির পাষাণে আছাড়ে সাগর ঊর্ম্মিমালা।
দুনিয়া যে জন করিল স্বর্গ রাজশক্তির ছায়,
রণদুর্ম্মদ রাজপুত জাতি লুটিল যাহার পায়
আমি সে ভারতে ভুবনপ্রথিত বাদশাহ শাজাহান—
আমার পুত্র নাহি মানে বশ আসে করি অভিযান!
কোথা মহাবৎ!...থাক্ আন ঘোড়া, নিয়ে আয় তলোয়ার;
বিদ্রোহনাশ বাদশাহ জানে, অনেক করেছ তা'র!"

"চুপ কর বাবা! ধুয়ে ফেল মাথা ঠাণ্ডা গোলাপ জলে,
উত্তেজনায় আনে অবসাদ—হাকিম গিয়াছে বলে।
দিন দুনিয়ার মালেকের বিধি, নসিবের এই লেখা,
শেষ বয়সের এই দুঃখ ছিল—আজি তাই দেছে দেখা।
কোথা বাহরাম, কোথা রুস্তম, হাতিম তা'এর দিন;
কাল সময়ের রেগিরাওয়ানেতে সব হয়ে যায় লীন!
জ্ঞানবান্ পিতা পণ্ডিত তুমি; ভেবে দেখ তাই মনে—
চিরবিচিত্র নিয়তির লেখা, মুছিবে সে কোন জনে!"

[শাজাহান চুপ করিলেন। দূরে শুভ্র চন্দ্রালোকে যমুনার উপকূলে তাজমহলের মর্ম্মরমূর্ত্তি স্বপ্নবৎ দেখা যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া শাজাহান ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন।]

"মা আমার নিজে কত দুঃখ পেলে বৃদ্ধ পিতার লাগি,
শুধু তুমি আছ মা আমার আজ, আর সবে গেছে ত্যাগি!
কোথা সে রাজ্য, কোথা বৈভব, অফুরান স্তুতি-গান,
গোলাপি, আতর, মুক্তার মালা, বিজয়ের অভিযান!
কোথা দরবার, দেওয়ান-ই-আম, বাদশাহী দুনিয়ার;
আজি সম্বল পাষাণকক্ষে রুদ্ধ জীবনভার।
ধরার উপরে কোথা মমতাজ মমতা মূর্ত্তিমতী
তাজমহলের স্বপ্নের মাঝে আজ তা'র শেষ স্মৃতি!
সে গিয়াছে, শুধু রেখে গেছে তা'র প্রেম, প্রীতি, আর স্নেহ;
যৌবন দিয়ে রাঙায়ে দিয়াছে ধরণীর এই গেহ।
বাদশাহী আজ অপহৃত ধন, ক্ষমতা মরিছে কাঁদি,
তরবারি আজ ভগ্ন ধূলায়, ভাগ্য সে প্রতিবাদী!

জীবনের শেষে আজ শুধু আছে আমার যেটুকু ধন ;
সেই প্রেম প্রীতি স্নেহ ভালবাসা, আপনায় বিতরণ !
মমতাজ গেছে, রেখে গেছে তা'র অফুরান প্রীতি স্নেহ ;-
তা'রে পেয়ে আজ সুন্দরতর এই ধরণীর গেহ।
আজ শুধু আছে যমুনার কূলে ওই মর্ম্মর-স্মৃতি ;
মরণের মাঝে হারায়নি যাহা সেই ভালবাসা প্রীতি।
ছাপায়ে ধরার রণ-হুঙ্কার, হিংসা দ্বেষের বাজি
যমুনার কূলে বিশ্বের প্রেম মাথা তুলিয়াছে আজি।
বিগ্রহ আজ ঘুমায়ে পড়েছে প্রেমস্বপ্নের তলে,
স্বার্থ আজিকে গিয়াছে ভাসিয়া বেদনার আঁখি জলে।
শক্রতা আজ হয়েছে শান্ত করুণার কণা মাখি,
স্নেহের কোলেতে ঘুমায়ে পড়েছে হিংসা অরুণ-আঁখি।
আজি মনে হয় বহুদিন পরে দীর্ঘ জীবন শেষে
জীবনের শেষ সমাধান এই অসীম প্রেমের দেশে !
বর্ম্মের চেয়ে দুর্ভেদ এই প্রণয়ের আবরণ,
বিশ্ব বিজয় করা যায় করি আপনায় বিতরণ।
মমতার জালে যা'রে ধরা যায় সেই শুধু বাঁধা থাকে,
ক্ষমা দিয়ে যা'রে জয় করা যায় শুধু পাওয়া যায় তা'কে
ওই মর্ম্মর প্রণয়স্বপ্ন যমুনার নীলজলে
মৌন ভাষায় সারাদিন ধরি শুধু এই কথা বলে—
'প্রেম বলবান সকলের হতে, প্রেম সে বিশ্বজয়ী ;
বাদশাহী হতে বড় মমতাজ মমতা মূর্ত্তিময়ী'।

তা'রে স্মরি আজ পেয়েছি ভুলিতে জীবনের কুটিলতা,
তা'রে স্মরি আজ পেয়েছি ক্ষমিতে নিষ্ঠুরতার ব্যথা।
সুন্দর এই ধরণীর গেহ আর ও সুন্দর হ'ক ;
আনন্দ মাঝে ডুবে যা'ক যত দুঃখ তাপ, রোগ, শোক।
প্রেম সে লভুক বিগ্রহ জিনি ধরণীর বুকে স্থান ;
বাদশাহ হ'তে হ'ক মহীয়ান বন্দী এ শাজাহান !"

অতীত

দিনান্তের বুকে
হৃদয়ের রক্তে রাঙা মেঘস্রোত-মুখে,
ওই শুনা যায়—
আন্দোলিত বেণুবনতরঙ্গলীলায়
তাহাদের লক্ষ শত বাণী
করে কানাকানি !
যুগযুগান্তের সেই পুরাতন কথা,
মৌন ধরণীর বক্ষপঞ্জরের ব্যথা,
শত বরষের সেই বিস্মৃত কাহিনী,
বেদনা-আনন্দভরা, দিবস যামিনী
ওই অস্তাচলে
আজি ও উথলে।

কবে তা'রা এসেছিল প্রভাতের পথে
উদয়ের রথে !
গেল ফিরে
দিনশেষে ধীরে
আঁধার-স্বপন-ম্লান মহাশূন্য-শেষে
অজানার দেশে !
মৌন তা'র ইতিহাস—
আকুল নৈরাশ
শুধু সেই স্মৃতি ঘেরি পড়িছে ঝরিয়া
রক্ত হিয়া নিয়া !
শুধু ওই অস্তাচল তলে
কা'রা যেন ডেকে ডেকে বলে—
"হারায়নি কিছু ওরে ! আছে তারা আছে —
সেই উদাসীর দল—আমাদেরি কাছে—
শব্দ যথা সুপ্ত থাকে মহাব্যোমতলে,
বীজ যথা কুসুমের দলে ।"

ধরিত্রীর আদি সেই সন্তানের দল,
প্রেমস্থ অনল-ঋষি যৌবন-উজ্জ্বল,
দীপ্ত দেহে দিকে দিকে দিকে ছেয়েছে তাহারা
ভয়কুণ্ঠাহারা ।

মত্ত যাঁরা পথ রোধি আছিল দাঁড়ায়ে
দু'বাহু বাড়ায়ে,
তুচ্ছ ঐরাবৎ সম গিয়াছে ভাসিয়া।
তা'র পর উঠেছে হাসিয়া
দলে দলে বসন্তের পুষ্পস্রোত সম—
যা'রা ক্ষুদ্র, যা'রা তৃপ্ত, রমণীয়, কম—
মানুষের দল
বিস্ময়বিহ্বল!
প্রভাত-শিশির-ঢালা
মল্লিকামঞ্জরীমালা,
হাতে ল'য়ে আগু বাড়াইয়ে
তাহাদের লয়েছে বরিয়ে।
আজও সেই প্রভাতের বাণী
নিখিল বিশ্বের বুকে করে কানাকানি
কামনার সহস্র ধারায়
ছন্দে সুরে মূর্চ্ছনায়।
দিবস ও সাঁঝে
ছোট বড় অগণিত কাজে
রজনী-বাসর-বুকে বাঁশরীনিস্বনে,
লোলজটা মত্ত নীল সাগর গর্জ্জনে,
বসন্তে অশোকতলে উৎসবের সাজে,
চতুরঙ্গে উদ্বেলিত রণরঙ্গ মাঝে

আকাশ-গঙ্গা

ঐ তারা আসে হেসে হেসে—
কভু বীর, কভু বধূ বেশে !

সাগরের জল শুষি, অরণ্য পোড়ায়ে
মানুষের হাট তা'রা গিয়াছে বাড়ায়ে
দিকে দিকে অতৃপ্ত কৌতুকে—
তাই শত মুখে
আজি উন্মুখিনী ধরা।
ভরিয়া পশরা
অকূল যাত্রার সেই প্রথম প্রভাতে
তা'রা নিয়ে গেছে সাথে
ক্ষুদ্র সুখ, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, বাদ, বিসংবাদ,
মত্ততা, প্রমাদ ;
নিয়ে গেছে সাথে করি
নীল কণ্ঠে ভরি
যুগমন্থনের শেষ হলাহল রাশি ;
অশ্রু আর হাসি
রেখে গেছে আমাদের তরে।
তাই আজ মানবের ঘরে
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী, প্রেম, ভালবাসা
বেঁধে আছে বাসা।
সে দিনের রক্তমাখা রণক্ষেত্র আজ
পরি শিরে মরকত তাজ

দিগন্ত-মেখলা শ্যামা বনভূমি বেশে
উঠিয়াছে হেসে ;
সে দিনের তরবারি কৃষকের ঘরে
হলযন্ত্র রূপ ধরে ;
দুর্ব্বার লুণ্ঠন মদে, অগ্নিস্রোত সম
নিষ্ঠুর নির্ম্মম
সেদিন আছিল যা'রা যুযুৎসুর দল,
আজ তা'রা ভাই ভাই—করেছে উজ্জ্বল
এক জননীর কোল !
আজি উতরোল
দক্ষিণ বসন্ত-বাত,
শরতের পরিপূর্ণ মঙ্গল প্রভাত,
শস্য-ক্ষেত্রে শিহরিত হিরণ্য-অঞ্চল.
পথ পাশে শ্যাম দূর্ব্বাদল—
এরা সব ঢেকে দেছে বিদ্বেষের গ্লানি,
শতবার বরষার স্নেহধারা আনি
মুছায়েছে অস্ত্রক্ষত,
রুধির-রঞ্জিত পুরাতন দ্বন্দ্ব যত !
আজ শুধু দক্ষিণের বায়ু স্রোত বুকে
দিন শেষে নীড়-ফেরা কপোতের মুখে
তা'রা ডেকে বলে—"ওরে অবোধ সন্তান !
ভুলে যা রে সব ক্ষোভ, সব অভিমান
কণ্ঠিত-সঙ্কোচ ভরা !

চেয়ে দেখ পদতলে এই বসুন্ধরা
প্রতিদিন সৌন্দর্য্যের শ্যাম আবরণে
আপন আঙ্গনে
কুৎসিতে সুন্দর করে !
তাঁরি ঘরে ঘরে
কুশ্রীতার এই অভিনয়
আজি হতে হ'ক লয়—
অহর্নিশ আত্মঘাত, মিথ্যা দ্বন্দ্ব রাশি
অসীম প্রেমের স্রোতে আজ যা'ক ভাসি' ।

কৃষক

কবি লিখে পুঁথি লয়ে ছন্দোবন্দে গাঁথি,
চিত্রকর রঙে তুলিকায় ;
শিল্পী আসে সাথে লয়ে রত্ন-আভরণ,
মনোভবে যতনে সাজায় ।
তা'রা গুণী—লভে কীর্ত্তি, বিজয়ের মালা
দেশে দেশে রাজার সভায় ;
ইতিহাস তাহাদের লিখে রাখে নাম
পুঁথি খুলি পাতায় পাতায় ।
কিন্তু হে আদিম কবি ! ধরাতল-জোড়া
তব কাব্য, মহাশিল্পকলা

কারও চোখে এতদিন পড়েনি'ক ধরা—
রূপে কেহ হয়নি উতলা।

রুক্ষ হাতে ধরাবক্ষে যুগ যুগ ধরি
হল-মুখে যা লিখিলে কবি,
প্রভাত-সূর্য্যের রঙে, চন্দ্র-কৌমুদীতে
আঁকিলে যে বিচিত্রিত ছবি ;
দিগন্ত প্রান্তর জুড়ি, শূন্য বালুচরে,
তাপদীর্ণ দগ্ধ মরুবুকে
যে হাসি আঁকিয়া দিলে, যে দীপ্তি ফুটালে
শ্যাম পীত পত্রলেখা মুখে ;
পথে লোক চেয়ে যায়, কেহ বলে "বেশ,"
কোন কথা বলে না'ক কেউ ;
কারো চোখে ঠেকে না'ক কারো মনে লাগে
সৌন্দর্য্যের আঘাতের ঢেউ।

নীরবে উথলে সৃষ্টি রূপের সাগরে,
স্রষ্টা শুধু আপনি গোপন :
সেই ত চরম কথা হে কলাকুশলী !
তাই বুঝি নাহিক দর্শন !

মানবের ইতিহাসে তাই নাহি নাম,
সেথা তুমি অখ্যাত মায়াবী ;
তোমার গীতির ছন্দে রোমাঞ্চিত ধরা,
মানবের নাহি শুধু দাবী।

ওগো ও মাটির বন্ধু, নিভৃত-বিলাসী,
রহস্যের নব মন্ত্রে তব
মুঞ্জরিছে পত্রশ্যাম বসন্ত-বৈভব
তরুণিত চির-অভিনব
বরষসঞ্চিত তা'র বক্ষের বেদনা
ফুল হয়ে ফুটিবারে চায়,
মূক মেদিনীর ব্যথা খুঁজে ফিরে পথ,
এস বন্ধু, ভাষা দাও তায়!
বীজের গোপন বক্ষে শিহরে উল্লাস
তরু হ'য়ে উঠিতে আকাশে;
কোরকের বদ্ধ হিয়া পেতে চায় ছাড়া
দিশাহারা অশান্ত বাতাসে;
নবীন আষাঢ় এল উড়ায়ে অঞ্চল
তৃণদল আনন্দে বিহ্বল;
এস কবি, পূর্ণ কর তা'দের কামনা
—স্বপ্ন হ'ক সার্থক সফল!

ময়দানবের শিল্প মিশেছে হাওয়ায়
—কথাসার মহাভারতের;
অযোধ্যা, দ্বারকা, কাঞ্চী, পাটলী, বৈশালী
—ইতিহাস শুধু অতীতের।
তুমি যে অমর শিল্পী, চির যাদুকর,
স্পর্শে তব হিল্লোল যৌবন,

হয় ত বুঝ না নিজে আপনার কথা,
স্বষ্টির সঙ্গীতে নিমগন।
অরণ্য কাটিয়া নিতি করিছ রচনা
কমলার লীলা-পদ্মাসন ;
বিজন শ্বাপদভূমে তুলিপ গড়িয়া
মুখরিত মানব-ভবন।
নগ্না ধরণীর বুকে দিয়াছ বিছায়ে
চীনাংশুক হরিৎ হিরণ ;
করবী সাজালে তা'র ফুটায়ে গোলাপ,
মল্লিকা মালতী অগণন।
মাতৃত্বের তৃপ্তি আনি, রিক্ততা ঘুচায়ে
গাছে গাছে ভরি দিলে ফল ;
ভরিয়া মেঘের কুম্ভ সহস্র ধারায়
বিসর্জ্জিলে অভিষেক-জল।
তোমারে চিনেছে তাই হে চির নবীন :
বসন্তের প্রথম বাতাস,
প্রথম কর্ষণস্নিগ্ধ বরষের প্রাতে
মৃত্তিকার সুরভি নিশ্বাস ;
প্রথম উষার আলো আকাশের চো'খে,
প্রথমপাখীর কলধ্বনি ;
নিশান্তের সুপ্তিহারা তটিনীর বুকে
নূপুরের প্রথম নিক্কণি।

আকাশ-গঙ্গা

জ্বালাইয়া গন্ধদীপ সাজি ভরি ফুলে
তাই তব আরত্রিকগান
রচিছে নিখিল ধরা—নিত্য অহর্নিশ
নান্দীপাঠে তোমার আহ্বান।

আকাশে আগুন তুলি নিশান উড়ায়ে
ডঙ্কারবে আসনি সম্ভাষি,
নহ তুমি জয়শীল রাজা বাদশাহ
মারী-সম নিষ্ঠুর-বিলাসী।
যুগে যুগে ঝঞ্ঝাবাত প্লাবন দহন
শির পাতি করেছ গ্রহণ;
অক্রোধে জিনেছ ক্রোধ, শান্তিতে বিগ্রহ
—ক্ষমা দিয়া হিংসার বারণ।
তৃণ সম নতমাথা করুণ কোমল,
তরু সম সহিষ্ণু নির্ব্বেদ:
মুখ ফুটে বলেনি'ক, 'হে মৌনী সাধক'!
জীবনের কিবা হর্ষ খেদ।
কোথা সেই হত্যাপ্রিয় আততায়ী দল
দিগ্‌জয়ী যাহাদের নাম;
কোথা সেই রণোল্লাস, কোন্ ধূলিতলে
ধূলি হয়ে লভিছে বিশ্রাম!
ম'রে গেছে রাজা ও নকীব—রক্ত-লেখা
সে কাহিনী বিস্মৃত সুদূর,

তৈমুরের অস্থি লয়ে নগর তোরণে
খেলা করে পথের কুকুর!
আপনার আশীবিষে দহন-জর্জ্জর
আপনি মরেছে তা'রা সব,
আজও তুমি বেঁচে আছ হে চির নবীন,
হে কিশোর, তরুণ পেলব!
এখনও তোমারে ঘেরি' তুলিছে উল্লাসে
ষড় ঋতু রূপতরঙ্গিমা;
আশ্বিনের শস্যক্ষেত্রে শিহরিয়া চলে
শ্যামায়িত সহজ ভঙ্গিমা!
এখনও তোমার বাঁশী বেজে উঠে দূরে
প্রভাতের ভাঙাইয়া ঘুম;
এখনও তোমার গানে পূরবীর সুর
সন্ধ্যার ললাটে আঁকে চুম

আকাশ ধূসর করি ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়
আজ কে ও এসেছে আবার,
অতীতের অতিকায় বারণের সম
সুবিরাট বীভৎস-আকার!
মুখ তা'র রক্তমাখা, লোহাগড়া দাঁত,
মুহুর্মুহু অনল উদ্গার;
ধরণীর ফুল-শোভা, শ্যাম দেহবাস
নিশ্বাসেতে জ্ব'লে হয় ক্ষার।

দন্ত তা'র প্রাণহীন দেহের আহার,
বৃত্তি শুধু দুর্ব্বলপীড়ন ;
একেশ্বর বণিকের ভরাইয়া পেট
লক্ষ জনে দেয় অনশন।
জমে যায় বিশ্বগ্রাসী মারুতির ক্ষুধা
ভাগ্যে তা'র অশনি-সম্পাৎ ;
কক্ষচ্যুত জ্বালাময় ক্ষিপ্তগ্রহ সম
অর্দ্ধ পথে হবে বাজী মাৎ…।
তখনও মাঠের পথে দোদুল হাওয়ায়
এমনি ফুটিবে মেঠো ফুল,
তখনও দোয়েল বসি বেড়াটির গায়
পিক্ পিক্ গাহিবে ব্যাকুল
রাত্রির উৎসব শেষে তখনও শেফালী
ছেয়ে রবে দিনের অঙ্গনে
তখনও ছুটিবে নদী নটিনী-লীলায়
কলভঙ্গে নূপুর-নিক্কণে।
তখনও রহিবে তুমি, ধরণীর প্রিয়,
হে তরুণ, হে অমর কবি!
তখনও ধরায় বক্ষে মোহন তুলিতে
ফুটাইবে ঘনশ্যাম ছবি!

মাতরিশ্বা *

সভ্যতার আদিগুরু, অগ্নিসখা, পুরুষ-প্রধান
লহ নমস্কার ;
বহু-লক্ষ-বর্ষশেষে মানবের মহতী মেলায়
সন্তান তোমার
আজি আমি দাঁড়াইয়া সমৃদ্ধ জগতে স্ফীতবক্ষা,
গর্ব্বোন্নত-শির,
নেহারি বিস্ময়-নেত্রে দিকে দিকে চির প্রসারিত
গৌরব-গম্ভীর
মানবের যৌবরাজ্য—তা'রি সনে গাহি উচ্চরবে
নিশঙ্ক নির্ভয়—
হে দেব মাতরিশ্বন্, অগ্নিতেজা, পুরুষ-প্রধান
জয়, তব জয় !
তোমার সন্তানদল আজি বিশ্বজয়ী, অগ্নিসখা,
দীপ্ত, জ্যোতিষ্মান ;
দিগন্তে কেতন তুলি অগ্নি-সম অবিরুদ্ধ-গতি
চির-আগুয়ান ।
আকাশ বাতাস বুকে, স্থলে, জলে, অরণ্যে, কান্তারে
জয়লক্ষ্মী তা'র
তাহারে দিয়াছে ধরা রাজটীকা পরায়ে ললাটে
—জয়-পুরস্কার !

* মাতরিশ্বা একজন বৈদিক পুরুষ। ইনিই প্রথম অগ্নি উৎপাদন করিবার উপায় আবিষ্কার করেন।

বহু লক্ষ বর্ষ আগে মহামনা হে মানব গুরু !
তোমার জন্মের
তব পিতা, পিতামহ দল সভয়ে ফিরিত বনে
চির দুর্দ্দিনের।

বৃক্ষতলে গিরি গর্ত্তে, শীতাতপে ক্লিষ্ট মৃয়মান
আশ্রয়বিহীন,
অশন বসন হারা, পলায়িত, শত্রু বিদলিত
কাটাইত দিন।

অতিকায় মত্তহস্তী সিংহ ব্যাঘ্র সর্প সমাকুল
পশু রাজ্য বুকে
অস্ত্রহীন, শক্তিহীন, অক্ষম দুর্ব্বল—দাস সম
ছিল নত মুখে।

তখন প্রভাত বুকে স্বচ্ছন্দে গাহিত না ঋষি
ঊষা স্তোত্র গান,
আসেনি'ক শ্বেতকেতু কম্বুকণ্ঠে করিয়া ঘোষণা
অমৃত সন্ধান।

জীবনে ছিল না তৃপ্তি ; সত্য, শিব, শান্ত, সুন্দরের
ছিল না আভাস ;
ভীতিত্রস্ত, ব্যথাক্লিষ্ট, ক্ষুদ্রতার পঙ্কিল পল্বলে
মগ্ন বারমাস।

তা'র পর তুমি এলে কার কোল যুড়ি—কোন ক্ষুব্ধা
নর সিংহিনীর ;

নররাজা তাঁ, নরদেব, বৈবস্বত মনু, আদি যোদ্ধা,
অস্ত্রধারী বীর !
মথিয়া অরণি-সিন্ধু অগ্নিমন্ত্র লভিলে সন্ধান
তপস্যার বলে,
ছিন্ন ভিন্ন সৈন্যদলে আনিলে ডাকিয়া একত্রিত
চরণের তলে ।

মুছে দিলে চিরন্তন কলঙ্ক-কালিমা, পরাজয়
লজ্জা-ইতিহাস ;
বাহিরিলে বীরদর্পে অগ্নিরথে নিঃশঙ্ক নির্ভয়
তুলি জয়োল্লাস ।

ডুবে গেল মানবের দাসত্ব-দুর্দ্দিন যুগ-গর্ভে
সে দিন প্রভাতে ;
পশুরাজ্য অবসান—রাজ-অধিকার ফিরে এলো
মানুষের হাতে ।

সে দিনের জয়যাত্রা ছুটে চলে আজও শতপথে
বাধাবন্ধহীন,
দূর হ'তে দূরান্তরে মানবের আগ্নেয় কেতন
উড়ে নিশিদিন ।

তোমারি আশ্রয়-তলে ঋষি রচে পুণ্য তপোবন
রাজা রাজ্যনাট ;
ছোট ছোট গ্রামগুলি, মানবের নিভৃত কুলায়,
চির শান্তিপাট ।

বাধামুক্ত প্রাণধারা বেয়ে চলে সহস্রধারায়
অসীমের টানে,
আঘাতিয়া উচ্ছ্বসিয়া অবিরাম তরঙ্গে লহরে
কলস্বনে গানে।
হে ক্ষত্রিয়! তব বলে আজি তব সন্তানের দল
অক্ষত অভয়;
হে দেব মাতরিশ্বন্, অগ্নিসখা, পুরুষ প্রধান,
জয়, তব জয়!

সূর্য্য

জগৎ-জীবন জগৎ-বিধাতা প্রাণের উৎসসার,
দিনের দেবতা প্রাতঃসূর্য্য তোমারে নমস্কার!
যুগ-যুগ ধরি এমনি প্রভাতে আলোর খড়্গ নিয়া
তমোদানবের রক্তশোণিতে আকাশ সুরঞ্জিয়া
উদয়-অচলে আসিয়া দাঁড়াও বিজয়ী বীরের সম;
নিখিল ত্রাসের অন্তবিধাতা বার বার নমো নমঃ!

হে চিরনূতন, শঙ্কা-হরণ, দিনের অগ্রদূত!
অদ্ভুত তব লীলা কৌতুক! অদ্ভুত অদ্ভুত!
রণ কি বিবাহ! চলেছ কোথায় সাত ঘোড়া যোড়া রথে
পাখী গান গাওয়া, কুসুম ছড়ান, শিশির ছড়ান পথে?

বুঝিতে না পারি, শুধু চেয়ে থাকি বিস্ময়ে মূকসম ;
হে বীর, যোদ্ধা, বিচিত্রবাহু ! বার বার নমো নমঃ !

প্রভাতে তোমার প্রণয়মূর্ত্তি, ওগো উষা-সন্ধানী !
মধ্যন্দিনে পঞ্চবহ্নি তুমি মহাতপা জ্ঞানী ;
বেলাশেষ হলে তুমি সন্ন্যাসী গৈরিকবাস পরা ;
কোথা হতে আস, কেন চলে যাও, কিছুই পড়ে না ধরা !
মহাসিন্ধুর বুক চিরি আস, পুন তা'রি বুকে যাও ;
হে চির পথিক ! কারে খুঁজে ফের, কোন হারানিধি চাও !

পদতলে তব বিপুলা ধরণী অরণ্যকুন্তলা,
সুজলা, সুফলা, গীতিবিহ্বলী, চিরশ্যাম-অঞ্চলা—
জীবন, মরণ, জরা, যৌবন, দুঃখ, সুখের গেহ ;
লক্ষ যুগের প্রেম ভালবাসা, লক্ষ যুগের স্নেহ !
তুমি তারি মাঝে প্রাণের উৎস, অমর, অমৃতসার ;
হে দেব সবিতা, জগৎ-বিধাতা লহ এ নমস্কার !

তোমারে হেরেছে কবিকুলগুরু প্রথম তমসাকূলে,
তোমারে হেরেছে আফ্রিক কবি পিরামিড-বেদী-মূলে,
তোমারে হেরেছে লাল আমেরিক দূর নির্জ্জন বনে,
তোমারে হেরেছে কোরাণের ঋষি মরুভূমি বিচরণে ।
হে নিখিল-স্তুত, পুণ্য পাবক, বিরাট, সত্বসার,
দিনের দেবতা, প্রাতঃসূর্য্য তোমারে নমস্কার !

এস আজ প্রাতে—এখনও আঁধার হয়নি'ক অবসা
তমোদৈত্যের বাহুবন্ধনে ধরণী ব্যথিত ম্লান,
আকাশ কাঁদিছে হুতাশে মেলিয়া লক্ষ নয়নতারা,
তোমার কমল মুদে আছে ওই ভয়ে লজ্জায় সারা।
এস নববেশে হে প্রণয়ী বীর! নির্ভয় বাণী কও;
এস হে দিনেশ, দৈত্য-বিঘাতা ধরায় প্রণাম লও!

ভাঙ ভাঙ ঘুম—মরণের ছায়া—কর ভয় ভঞ্জন;
পাখী গেয়ে যাক্, নদী বহে যাক তুলি কলগুঞ্জন;
প্রস্ফুট হ'ক রাতের কুঁড়িটি, পুষ্পিত হ'ক শাখী,
গৃহে কন্দরে যাহারা ঘুমায়ে লও তাহাদের ডাকি;
জাগাও জগৎ, জাগাও জীবন হে নিখিল প্রাণসার!
দিনের দেবতা, প্রাতঃসূর্য্য তোমারে নমস্কার!

নটরাজ

ডিমি ডিমি ডিমি বাজিছে ডমরু,
তাথৈ তাথৈ চরণে,
মহাকাল ওই নাচে তাণ্ডব
দলিয়া জীবন মরণে;
জ্বলে ধক্ ধক্ কপাল-অনল,
পিঙ্গল জটা অম্বর-তল

ফেলেছে ঢাকিয়া—গলভুজঙ্গ
গরজে ক্রুদ্ধ স্বননে।

যজ্ঞ-অনল ফেলে নিশ্বাস
নিখিল প্রাণের মরমে,
বাজে ওম্ ওম্ প্রলয় ঘণ্টা
ঘুচায়ে শঙ্কা সরমে,
সুমুখে প্রসারি সুবিপুল কর
জানায় বিশ্বে শঙ্কা-কাতর
বর ও অভয় রয়েছে লুটায়ে
ও অভয় পদে চরমে!

প্রলয় সৃষ্টি, সৃষ্টি প্রলয়—
বাজে অনন্ত বাণী;
ভাঙা আর গড়া, হারাণ ছড়ান,
সংঘাত, হানাহানি!
হাসি ও অশ্রু, শীত বসন্ত,
দিবস রাত্রি কত অনন্ত,
জীবন মরণে কত কোলাকুলি,
কত কথা কানাকানি!

নৃত্যচপল কত না ধরণী
নিঃশেষে হ'ল হারা;

নিভে গেছে কত দীপ্ত তপন,
খসে গেছে কত তারা ;
কত অনাগত সৌর জগৎ
রুদ্ধ আবেগে খুঁজে ফিরে পথ,
কত নীহারিকা নভোতট যুড়ি
এখনও অর্থহারা !

নাচে নটনাথ-গুরু গুরু গুরু
মেঘ হতে পড়ে জল,
অলকা নগরে যক্ষ-বধূর
হিয়াখানি টলমল ;
কাননে কাননে জাগে কলরোল,
কেলি-কদম্বে দোলে হিন্দোল,
"আয়, আয়, আয় !"—বাঁশী বেজে উঠে
নবরাগ—বিহ্বল ।

নাচে নটনাথ—আসে বৈশাখ
মেঘের ঐরাবতে
তুলি বৃংহতি দেবদারুবনে
দূর গিরি পর্ব্বতে ;
মদদানঘন দিন দুর্দ্দিন,
উৎসবদীপ হয়ে এল ক্ষীণ,

তুলে দাও ধ্বজা, বাজাও শঙ্খ
শঙ্কাহরণ রথে।

মনে নাই সেই দু'হাতে ঠেলিয়া
এসেছিলে হেথা কবে ?
আজিকে হয়েছে যাবার সময়,
পথ ছেড়ে দিতে হবে ;
কল্লোলি উঠে জোয়ারের গান—
আসে তরুণের মহা-অভিযান ;
জাগিছে প্রভাত—সন্ধ্যার ফুল
কেমনে হেথায় রবে !

যুগ যুগ ধরি চলে অভিনয়,
উঠে পড়ে যবনিকা,
কোথাও রৌদ্র, কভু মেঘ ঝড়,
বাজ বিদ্যুৎ-শিখা ;
কভু আনন্দ, কল-উৎসব ;
কভু মহামারী আর্ত্ত নীরব,
শুধু বেড়ে যায় অনন্ত লিপি
—মহাভাব্যের লিখা !

নাচে নটরাজ—ওম্ ওম্ ওম্
উঠে অনাহত ধ্বনি ;

কোথায় মৃত্যু, কোথায় জীবন—
কোনখান হতে গণি!
শুধু কূলে কূলে দুলে মহোদধি,
তা'রি আসা যাওয়া শুধু নিরবধি;
শুধু শুনি কানে তা'রি তরঙ্গ,
উন্মাদ রণরাণি।

তাথৈ তাথৈ জাগে তাণ্ডব
কূলছাপা উল্লাস,—
অসীম প্রাণের স্পন্দন-ঘন
বিচিত্র পরকাশ!
যায় ডুবে যায়, যায় সুখ দুখ,
চিরনব-লীলা-রস-উন্মুখ
নাচে নটনাথ—কাঁপে অণুরেণু
উথলিছে উল্লাস!

রামায়ণ

আবার ফিরিয়া এনু তব কাব্য হতে
ঋষি কবি!
বুকে নিয়ে ছবি
অনন্ত ঐশ্বর্য্য ভরা কবি-কল্পনার।

প্রাচীন ভারত !—
দেবতা আসিত যেথা অর্থী হয়ে দ্বারে
যেথা নর প্রতিষ্ঠিত আপন পৌরুষে
ত্রিভুবনে অবিরুদ্ধ গতি ;
যেথা তপোবনে
তাপসের ধ্যানচিন্তা উঠিত আকাশে
হবির্গন্ধ-সুরভিত যজ্ঞধূম -পথে
প্রভাত সন্ধ্যায় ;
যেথা ক্ষত্রিয়ের ধনু উঠিত গরজি
জ্যানির্ঘোষে
বিপন্নের মুক্তি লাগি ;
যেথা বৈশ্য সাজাইয়া বাণিজ্য তরণী
ছুটিত সাগর লঙ্ঘি,
গড়িত সুন্দর
দেবমূর্ত্তি, হর্ম্ম্যমালা, নগর নগরী
ধরারে সুন্দর করি !

আজি এ মাঠের প্রান্তে দক্ষিণ বাতাস
ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
বলে, 'হায়, হায়, কিছু নাই !
কালের সে যবনিকা তলে
মুছে গেছে নাট্যশালা ।

অবসাদ-গাঢ় বায়ু,
রজনী আঁধার বুঝি বা হবে না শেষ" !

শুধু সে আঁধারে
এক প্রান্তে তুমি কবি রয়েছ বসিয়া
নিদ্রাহীন,
হাতে লয়ে অনির্ব্বাণ বিদ্যুৎ-বর্ত্তিকা
রামায়ণলিপি খানি।
সে আলোকে হেরি মোরা নির্ব্বাক বিস্ময়ে
অতীতের চলচ্চিত্র
শ্রীরাম চরিত !—
ঐ সে অযোধ্যাপুরী ত্রিলোক-বিশ্রুতা,
গম্ভীর পরিখা ঘেরা, প্রাসাদমালিনী,
মধু-পুষ্প-বনাকীর্ণা ;
ঐ দশরথ মহারাষ্ট্র-বিবর্দ্ধন ;
ঐ সে শ্রীরাম
নৃসিংহ, সিংহবিক্রান্ত, সত্যসন্ধ, বীর,
ক্রোধে যেই বৈশ্বানর, ক্ষমায় পৃথিবী !
ঐ সীতা শুচিস্মিতা,
পতি অনুগতা ছায়া সম—
ভারতের নারীমূর্ত্তি !
অনুজ লক্ষ্মণ, ঐ তাপস ভরত,
হনুমান, বিভীষণ ;

লঙ্কেশ রাবণ
দেবদৈত্য-নরত্রাস,
বাহুবলে যার অটল কৈলাশ টলে।
কত পরিচিত তা'রা কত আপনার
আজিকার প্রত্যহের মানুষের চেয়ে!
ঐ সে তমসাতীর;
ঐ চিত্রকূট, বিচিত্রবরণপ্রভা,
আরও দূরে দক্ষিণে তাহার
নিবিড় দণ্ডক বন
বক্ষে ধরি পঞ্চবটী গোদাবরীতটে—
সর্ব্বর্ত্তু কুসুমাকীর্ণ, রুচির-শিখর,
বহুমৃগ, বহুদ্বিজ, পাদপবহুল
মিত্র জটায়ুর দেশ!

অপূর্ব্ব আলেখ্যখানি!—
কুলুকুলু নাদে
বহে যায় গোদাবরী
মধুগন্ধি বনপথ ধরি;
তীরে তপোবন মৃগ ফিরিছে নির্ভয়ে
ভুঞ্জিয়া নীবার-বলি।
অদূরে কুটীর,
বসি শ্রীরাম লক্ষ্মণ
জনকদুহিতা সাথে।

আকাশ-গঙ্গা

অযোধ্যার রাণী
কনককিরীট ফেলি পরেছেন শিরে
বনমালা
আলো করে বনখানি !
কে দেখাবে, কবিগুরু !
তুমি ছাড়া আর
অরণ্যের এত শোভা,
কে বুঝাবে বন ভাল অযোধ্যার চেয়ে !

সহসা গর্জ্জিল ঝড় সুখের কুলায়ে !
খসে পড়ে কর্ণিকার,
শুকায় মাধবী,
কুহেলীর হিমবাষ্পে অরণ্যের অশ্রু ছল ছল,
ঊর্দ্ধমুখে কাঁদে কৃষ্ণসার,
কাঁদে গিরি নির্ঝর ধারায়
শত শৃঙ্গ-বাহু তুলি !

জেগেছে পৌরুষ !
কে মানে পথের বাধা !
ওরে, চল ! চল ! চল !
পর্ব্বত কানন ভেদি,
পার হয়ে খর স্রোতস্বিনী,

উত্তাল সাগর লঙ্ঘি—
বীর্য্যমুগ্ধ তোর জুটিবে বান্ধব ঢের।
শুধু চাই প্রতিশোধ,
বংশের গৌরব;
চাই কলঙ্ক মোচন
তস্করের বক্ষের শোণিতে!

কি তোমার শেষ কথা,
কহ, মহাকবি!
তোমার অমর কাব্যে।
এক অসহায় যুবা আপন উদ্যমে
সংগ্রহিয়া ধন জন
লঙ্ঘিল সাগর,
ঝঞ্ঝা সম দুর্ব্বার বিক্রমে
শত্রুপুরে দিল হানা।
সুদীর্ঘ সমরে
তিলে তিলে করি ক্ষয় অগণ্য বাহিনী
নিঃশেষ করিল অরি,
করিল উদ্ধার
রাহুগ্রস্ত যশঃসূর্য্য।
মানুষ পৌরুষে—
এই না তোমার কথা,
কহ, মহাকবি!

দৈব-সম্পাদিত দোষ খণ্ডায় মানুষে
আপন উৎসাহ বলে—এই শিক্ষা তব

আজি এ মাঠের প্রান্তে
আঁধার নিশীথে
ফিরে বায়ু পথহারা,
বলে, "হায়, হায়, কিছু নাই!
নিরাশার কঠিন পাথর
চেপে আছে বুক জুড়ি!"
শুধু সে আঁধার পথে চলেছে নীরবে
যাত্রী গুটি কত
কোন দূর লক্ষ্য পানে।
শিরে তাহাদের দীর্ঘ অপমান বোঝা,
বক্ষে আছে আঁকা বিদ্রূপ বাণের-চিহ্ন;
উঠে, পড়ে,
চলে আরবার!
পথ পাশে ব'সে মোরা ভয়ে ভয়ে হেরি,
নিতান্ত নীরবে কহি তাহাদের কথা।
খুলে দাও মহাকবি
তাদের সম্মুখে
ক্বচিৎ-বিদ্যুতালোকে
তোমার অমর কাব্য;
শুনাও তাঁদের

তোমার অভয় মন্ত্র—পৌরুষের বাণী।
বল, "চল, চল, চল,
প্রভাতের যাত্রী ওরে !
আছে পার তিমির রাত্রির,
সন্দেহের আছে অবসান।
শুধু, চল, চল,
তোদের চলার টানে গড়ে যাবে পথ,
মিলিবে পথের যাত্রী।
অগ্নিমন্ত্রে তোরা যে দীক্ষিত,
তোরা যে জ্বালাবি নূতন দিনের সূর্য্য,
দিবি মোরে আনি
নব বাণী -
করিতে রচনা নব রামায়ণ কথা।
তারি লাগি
এ আঁধার রাতে
আমি কবি বসে আছি চির প্রতীক্ষায় !"

রূপ ও অরূপ

অলক্ষ্য দেবতা !
শুনেছি সে ডাক কানে, তাঁরা মোরে শতদিকে ডাকে
বসন্তপ্রভাতে যবে গাঢ় নীল আকাশের ফাঁকে
ঊষার ইঙ্গিত পেয়ে ছুটে আসে দক্ষিণ বাতাস,

পাণ্ডু কিশলয় বুকে হানে তার আকুল আভাস
মঞ্জুরিয়া মঞ্জুকণ্ঠে যৌবনের জয়যাত্রা গান—
উচ্ছসিয়া পাখী ডাকে, ডেকে ওঠে জোয়ারের বান
আকুল গঙ্গার বুকে। দাঁড়াইয়া নীলাতপতলে
শুনি কানে সে সঙ্গীতরসধারা উথলিয়া চলে
ধরণীর স্নায়ুতে স্নায়ুতে ; আকাশে কাঁপন জাগে
অকস্মাৎ সহকারশিরে দৃঢ়তর হয়ে লাগে
লতার বেষ্টন, প্রিয়ার কপোলে গাঢ় রক্ত লাজ
জগে ওঠে অকারণ। বৈশাখেতে তুমি নটরাজ,
ডিমি ডিমি ডমরু বাজায়ে নৃত্য কর রুদ্রতালে—
সে নটনে অতল অনল গর্জ্জে ঈশানের ভালে,
মেঘে মেঘে বজ্র হানে—সচকিত আঘাত-উজ্জ্বল
তারা ঘুম ভেঙ্গে ওঠে—সে আঘাতে বাহিরায় ফল
বিদারিয়া পুষ্পের বন্ধন, জাগে নবীন অঙ্কুর
বীজের নির্ম্মোক টুটি। তারপর আষাঢ়ে মেদুর
কালমেঘ আসে দলে দলে দিক্ তরুণীর-চক্ষে
বুলাইয়া শ্যামাঞ্জন, বিদ্যুৎ-বিলাসে বাজে বক্ষে
প্রবাসীর উগ্র শর। মেঘরন্ধ্রে শরতের বাঁশী
বেজে ওঠে স্থলে জলে, মুখে লয়ে কুন্দশুভ্র হাসি
জাগে ধরার জননী অন্নকূটে অন্নদার বেশে ;
রতন-ঐশ্বর্য্য লয়ে সাধু ফিরে বাণিজ্যের শেষে
মধুকরী পূর্ণ করি।

এইরূপে নিত্যকাল ধরি
নব নব রূপনাট্য করিছ রচনা কারে স্মরি
হে বিচিত্র ! কার লাগি সাজাইছ ডালাখানি ভরি
এত ফুল ! জ্যোৎস্না-বারুণীর রসে উঠিছ শিহরি
কার স্পর্শে ক্ষণে ক্ষণে ! নিশিদিন কার আবাহনে
উচ্ছসিত কূলছাপা রূপস্রোত গগনে পবনে,
শ্রী-অঙ্গে শৃঙ্গার-শোভা ! এ ধরার কত রত্নধন,
প্রয়োজন ছাপি নিত্য অপচয় ; তবু অন্বেষণ
কার লাগি ! গোপন অন্তরে কারে স্মরি ব্যথা জাগে,
কেন ফাল্গুন-প্রভাতে মুকুলিত বঞ্জুলের রাগে
জাগে পুরাতন ক্ষত শরতের নীলাম্বর তলে
চাহিয়া দিগন্তপানে কেন আঁখি ভরে উঠে জলে !
এত রূপ, তবু প্রকাশের ব্যথা মরিছে গুমরি ;
এত ভোগ, তবু ক্ষুধা ! হে অরূপ ! নিত্যকাল ধরি
একি খেলা আপনায় লয়ে, জোয়ার ভাটার টানে,
দিকে দিকে উৎসারিত আলোক ও আঁধারের বানে
একি এ বিলাস লীলা ! কভু রুক্ষ জটিল তাপস
হিমাচল-বেদীকায় ধ্যান-সুপ্ত-নিস্পন্দ মানস—
ভ্রুক্ষেপ-জিহ্মিত-দৃষ্টি অপাঙ্গে উমার অর্থধারা,
ভস্মশেষে পুষ্পধনু, বসন্তকাননে কেঁদে সারা
কামবধূ ! মথিত সাগর-কূলে মোহিনী মায়ায়
কভু মুগ্ধ, বৈরাগ্য-বন্ধন টুটে, রূপের ক্ষুধায়
ছলছল কপালনয়ন !

বহে গেল কল্পকাল—
পুঞ্জীভূত দর্শন বিজ্ঞান রচে মিথ্যা মায়াজাল
ঘুরি ফিরি ঊর্ণনাভ সম—শুধু কথা বেড়ে উঠে
কথার উপর ! শুধু প্রতিদিন স্বর্ণালোক ফুটে
পূর্ব্ব গগনের গায়, দিন-শিশু জাগে আঁখি খুলি
রূপ-সাগরের বুকে ; সন্ধ্যা আসে আঁধারের তুলি
বুলাইয়া গগন-ললাটে, ক্লান্ত দিবা ঢলে পড়ে
মরণ-শয়নে নীল সিন্ধুতলে। সৃষ্টির নিগড়ে
কল্পনা দিতেছে ধরা ; ভাব ছুটে ভাষার বন্ধনে,
ভাবের সাগরে ভাষা আত্মহারা ; দৃঢ় আলিঙ্গনে
জীবন মরণ বাঁধা ; ভক্ত কেঁদে ডাকে ভগবানে,
ভগবান ভক্তে চায় ; পার্ব্বতীর কামনার টানে
মোক্ষনাথ ধরা দেয়, মুক্তি ডুবে কামনার-কূপে,
অরূপ সে রূপ চায়, রূপ হারা অসীমে অরূপে !

গত ও অনাগত

পশ্চিম গগন প্রান্তে রজনীর শেষ দীপতারা ওই নিভে যায়
সে তারার করুণ আলোকে রাত্রি তার বিদায় জানায় !
অনাগত দিবসের সাথে।
স্থলকমলের পাতে পাতে
কাঁপিছে বিদায়-অশ্রু-শিশিরের মালা,

অসমাপ্ত উৎসবের অঙ্গনেতে ঢালা
সন্থঝরা শেফালি-মঞ্জরী।
হিমছত্র বেণুবনে এখনও গুঞ্জরি
বাজিছে রাত্রির গান—
এখনও হয়নি অবসান।
ছন্দোহারা কত বাণী, অসমাপ্ত কত চিত্রগুলি
অনন্তের অন্তর আকুলি
মুহ্যমান প্রকাশব্যথায়।
এরি মাঝে হায়!
বেজে গেল বিদায়ের ভেরী—
বলে, "ওরে চল চল, করিস্ নে দেরী.
এসেছে পথের ডাক,
তুলে নে কাঁধের ঝুলি, যা আছে যেখানে পড়ে থাক!"
নিশান্তের ম্লান শশী অবসন্ন রিক্ত-বেদনায়
পাংশু মুখে চায়
দিগন্তের অন্য পারে দূরে
যেথা পুন পূরবীর সুরে
শেষ করি দিবসের বিদায়-নন্দন
পাতা হ'ল সন্ধ্যার আসন!

এস অনাগত শিশু, এস সুপ্রভাত,
হে নূতন জীবন-সম্পাৎ
আমার এ অসমাপ্ত উৎসব-অঙ্গনে—

যেথা বনে বনে
শিহরিছে সহস্র কামনা ;
অসমাপ্ত জীবনের প্রারব্ধ সাধনা,
সকরুণ সহস্র মিনতি
যেথা তার মাগে পরিণতি।
যে কুঁড়ি উঠেনি ফুটে, যে গান হয়নি আজও গাওয়া
ব্যর্থ যে প্রার্থনা আজও লভেনিক তার শেষ পাওয়া,
লগ্নভ্রষ্ট যে পূজাটি দেবতার হারাল শরণ,
যে প্রেম পায়নি আজও প্রণয়ের প্রথম চুম্বন,
এস আলোকের শিশু ! এস মোর অনাগত কবি !
পূর্ণ কর তাহাদের সবি।
যে খড়্গ রাখিয়া গেনু অসমাপ্ত রণাঙ্গন মাঝে,
যে মালা হয়নি শেষ উৎসবের সাঁঝে
তুমি তার কর সমাপন !
হে মোর আত্মজ প্রিয়, হে আমার একান্ত আপন !
তুলে লও যুদ্ধ-অসি, তুলে লও হেমসূত্রগাছি,
জাগাইয়া জয়ধ্বনি ডেকে বল—"আমি আছি, আছি" !
যে যাত্রা হয়েছে সুরু আলোকের প্রথম প্রভাতে,
কিম্বা কোন অন্ধকার রাতে ;
সহস্র দিবস রাত্রি অতিক্রমি যেই চিত্তনদী
বহিয়া চলেছে নিরবধি
অনন্তের অন্তর সন্ধানে ;
যুগে যুগে ভগীরথ শুভ শঙ্খগানে

আগুসরি গয়েছে যাহারে
আজি সে বহিয়া পথ এল তব দ্বারে
এস কবি, তুলে লও শুভ শঙ্খ তব,
গাও গীত নব,
অনন্তের যাত্রাপথে তুমি তারে কর অগ্রসর,
নব-যুগ-মন্ত্র-দ্রষ্টা হে ঋষি ভাস্বর !

শেষ